বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১৩-২০১৪

প্রথম খন্ড

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড)
অর্থ বছর : ২০১২-২০১৩

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

: সূচীপত্র :

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
৫	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৪
	অডিটের সুপারিশ	৪
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৫-৬
৬	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৩৬
৭	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	৩৭-৪১
৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

..........................বঃ
তারিখঃ ০৬/০৮/১৪২৪
২০/১১/২০১৭
..........................খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত

মাসুদ আহমেদ

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

বাংলাদেশ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের লেনদেন ও আয় ব্যয়ের অংশ বিশেষ মাত্র। এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়ম পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয়েছে যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়গুলি সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদন্ড তথা International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

১৫/০৭/১৪২৪ বঃ
তারিখঃ
৩০/১০/২০১৭ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত

মোঃ জহুরুল ইসলাম

মহাপরিচালক

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

গ

Abbreviation & Glossary

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১	BTB(বিটিবি) LC	=	Back To Back LC	এক ধরনের ঋণ পত্র।
২	BMRE (বিএমআরই)	=	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা।
৩	C.C HYPO (হাইপো)	=	Cash Credit (Hypothecation)	জমি বন্ধকীর বিপরীতে ঋণ সুবিধা কমপক্ষে $১^{১/২}$ গুণ। অর্থাৎ ঋণাংকের কমপক্ষে $১^{১/২}$ গুণ সম্পত্তি বন্ধক নিতে হবে।
৪	C.C (Pledge)	=	Cash Credit (Pledge)	ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে দেয় ঋণ সুবিধা (গুদানে রক্ষিত মালামালের সর্বোচ্চ ৮০% ঋণ সুবিধা।)
৫	COF (সিওএফ)	=	Cost of Fund	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় হচ্ছে Cost of Fund। Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
৬	CIB (সিআইবি)	=	Credit Information Bureau	ঋণ পরিশোধে ব্যার্থ ঋণ গ্রাহকের তথ্য সম্বলিত নাম CIB এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।
৭	DA (ডিএ)	=	Document Against Acceptance	এক ব্যাংক শাখা অন্য ব্যাংক শাখার উপর স্থানীয় এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
৮	ডাউন পেমেন্ট	=	-	পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের স্বপক্ষে ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
৯	ডেফার্ড এলসি	=	DEFERED LC	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the expoter.
১০	EEF(ইইএফ)	=	Equity and Entrepreneurship Fund	উদ্যোক্তা এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের ঋণ ব্যবহারের আনুপাতিক হারের চুক্তিপত্র সংক্রান্ত তহবিল।
১১	ETP(ইটিপি)	=	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।

১২	ECC (ইসিসি)	=	Export Cash Credit	গার্মেন্টস, হিমায়িত খাদ্য,চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা। অর্থাৎ রপ্তানীযোগ্য পণ্য ব্যাংকের নিকট বন্ধকের বিপরীতে গ্রাহককে ব্যাংক কর্তৃক যে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়।
১৩	FBPN(এফবিপিএন)	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হলে স্থানীয় ব্যাংক বিদেশী ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে দায় সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়।
১৪	FBP(এফবিপি)	=	Foreign Bill Purchase	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
১৫	FC Account (এফসি একাউন্ট)	=	Foreign Currency Account	বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে FC Account খুলতে হয়।
১৬	FL/DL (ফোর্সড লোন/ডিমান্ড লোন)	=	Forced Loan/ Demand Loan	রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করে পার্টির নামে ডিমান্ড লোন বা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে রপ্তানিকারককে মূল্য পরিশোধ করা হয়।
১৭	FL (এফ এল)	=	Funded liability	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমনঃ সিসি (হাইপো),সিসি (প্লেজ), প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ। গৃহ নির্মাণ ঋণ,ভোগ্যপণ্য ঋণ,ওডি, এসওডি।এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়।তাছাড়া এলসির মাধ্যমে ও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসেবে সৃষ্টি করা হয়।যেমনঃ লিম, এলটিআর,পিএডি ইত্যাদি।রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)।
১৮	IDCP (আইডিসিপি)	=	Interest During Construction Period	প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ।
১৯	LTR (এলটিআর)	=	Loan Against Trust Receipts	আমদানি ঋণ পত্রের বিপরীতে সৃষ্ট দায়সমূহ।
২০	LIM (লিম)	=	Loan Against Imported Merchandise	আমদানি ঋণ পত্রের বিপরীতে LIM গুদাম না থাকা সাপেক্ষে আমদানিকারককে এ সুবিধা দেয়া হয়।
২১	LC	=	Letter of credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
২২	LDBP	=	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানী মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
২৩	Non-funded liability	=	Non-funded liability	এলসি খোলার বিপরীতে আন্তর্জাতিক ঋণ। যেমনঃ ব্যাক টু ব্যাক এলসি, এলসি গ্যারান্টি ইত্যাদি দায় নন- ফান্ডেড দায়।
২৪	N.I.ACT 1881 (এন, আই, এ্যাক্ট ১৮৮১)	=	Negotiable Instruments Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonor) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।

২৫	PAD(পিএডি)	=	Payment Against Document	Arrangement under which a buyer can get the delivery 9 shipping) documents only upon full payment of the invoice or bill of exchange. CASH L/C at sight (IMPORT L/C) এর ক্ষেত্রে
২৬	PC (পিসি)	=	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে যে ঋণ সুবিধা রপ্তানি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০০%।
২৭	P C C(পিসিসি)	=	Packing Cash Credit	
২৮	PSC		Pre-Shipment Cash Credit	
২৯	STL		Short term loan	
৩০	পুন:তফসিল	=	Re-schedule	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
৩১	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	=		কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
৩২	আরোপিত সুদ	=	-	নিয়মিত সময়কালে ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
৩৩	অনারোপিত সুদ	=	-	ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
৩৪	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	=	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারণত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর ঃ

- ২০১২ -২০১৩ ও তৎপূর্ববর্তী বিভিন্ন সনের হিসাব

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	অগ্রণী ব্যাংক লি:, ১৮, বিবি এভিনিউ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	১৩/১১/১৩ খ্রিঃ হতে ১৯/১২/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
২	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, গ্রীনরোড কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	০২/১২/১৩ খ্রিঃ হতে ২২/১২/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, ফরিদপুর শাখা, ফরিদপুর।	০৮/০৯/১৩ খ্রিঃ হতে ২৫/০৯/১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৪	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, কুড়িগ্রাম।	০৮/০৪/১৪ তারিখ হতে ১৭/০৪/১৪ তারিখ পর্যন্ত।
৫	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, মালদহপট্টি শাখা, (কর্পোরেট শাখা) দিনাজপুর।	২৬/০১/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৩/০২/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত।
৬	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, নাটোর শাখা, নাটোর।	২৬/১/১৪ খ্রিঃ হতে ০৩/০২/১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ।
৭	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, সাহেব বাজার কর্পোরেট শাখা,রাজশাহী।	০১/০৯/২০১৩ হতে ১০/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৮	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আছাদগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।	০২/০৪/১৪ খ্রিঃ হতে ০৪/০৫/১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৯	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, নিউ মার্কেট কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।	২৫/০২/২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত।
১০	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, জাহান বিল্ডিং আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	০৮/০৪/১৪ খ্রিঃ হতে ০৮/০৫/১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
১১	অগ্রণী ব্যাংক ব্যাংক লিঃ, বাণিজ্যিক এলাকা, কর্পোরেট শাখা আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।	১৬/০৬/১৪ খ্রিঃ হতে ১৭/০৭/১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি :

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করণ।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ :

- বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ :

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

রিপোর্ট প্রণয়ন ও সার্বিক তত্ত্বাবধান :

- মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর।

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে আমদানী বিল পরিশোধের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি, সৃষ্ট ডিমান্ড লোন আদায়ের উদ্যোগ না নিয়ে পুনরায় নতুন সৃষ্ট ডিমান্ড লোন মাসিক কিস্তিতে ৬ মাস মেয়াদে পুন:তফসিলকরণ, অনাদায়ী।	৫,২৭,২৪,৫৩৮
২	পূর্বের সৃষ্ট ডিমান্ড লোন সমন্বয়ের উদ্যোগ না নিয়ে ২য় বার পুন:তফসিলকরণ, কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ, পুন:তফসিল সুবিধা বাতিল না করা, সীমাতিরিক্ত মেয়াদী ,সিসি (হা:) ঋণ সমন্বয় না করায় অনাদায়ী ।	২১,১৭,২৪,৯৯৭
৩	অডিট আপত্তি থাকা সত্ত্বেও এবং গ্রাহক নিয়মিত দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার পরও বার-বার পুন:তফসিলের মাধ্যমে ঋণাংক ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৩৩,৬৬,৮০,৬৭৩
৪	সিসি (হাইপোঃ) ঋণ, আমদানী এলসির বিপরীতে সৃষ্ট এলটিআর, সৃষ্ট ডিমান্ড লোন ও আইএফবিসি দায়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করতে না পারায় অনাদায়ী।	১৪,৭২,৪৪,৭২৫
৫	রপ্তানীবিলের (এফবিপি) মেয়াদ দীর্ঘদিন পূর্বে শেষ হলেও বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,৬৬,৮৮০ ইউরো বা ১৫৮.০০ লক্ষ টাকা ।	১,৫৮,০০,৭৩২
৬	প্রকল্প বাস্তবায়ন ছাড়াই রুরাল ক্রেডিট; ফিসারিজ-এর আওতায় প্রদত্ত মধ্য মেয়াদী প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণের অর্থ বিতরণ করার পরও ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ঋণের অর্থ প্রকল্পে ব্যবহার না করা সত্ত্বেও আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় খেলাপী ঋণ।	১,৩৫,৯৯,৮৬৮
৭	ঋণের নিয়মাচার ও শর্তাদি পরিপালন ব্যতিরেকে রুরাল ক্রেডিট; ফিসারিজ খাতে প্রদত্ত মেয়াদী মূলধন/প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণের অর্থ অন্যত্র ডাইভার্ট করত: প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা সত্ত্বেও আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ঋণের খেলাপী ঋণ ।	৮১,৮২,৫১৭
৮	প্রথম এলসি (LC) এর মাধ্যমে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য অনাদায় থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিত ভাবে দ্বিতীয় (LC) এর মালামালের অর্থ পরিশোধ ব্যতিরেকে শাখা ব্যবস্থাপকের সহায়তায় ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক আমদানীকৃত মালামাল (যন্ত্রাংশ) গ্রহণ করায় ক্ষতি ।	৮৬,৭২,২৪৪
৯	সি সি প্লেজ ঘাটতি পুন:তফসিলিকরণের পর ২ টি কিস্তি খেলাপী হওয়া সত্ত্বেও শর্তানুযায়ী পুন:তফসিল সুবিধা বাতিল পূর্বক ঘাটতির টাকা আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংক অনাদায়ী ।	২,৯৮,৩৮,৫৫৬
১০	লিমিট অতিরিক্ত সি সি (প্লেজ) প্রদান, নিবিড় যোগাযোগ, মনিটরিং এর অভাবে সি সি (প্লেজ ও হাইপোঃ) মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী থাকায় এবং সন্দেহ জনক ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১০,১৩,৬২,৬১২
১১	যথাযথ সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়া প্রকল্প ও চলতি মুলধন (মিশ্রসার তৈরীর) ঋণ প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৪৪২.৫০(লক্ষ)
১২	পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত ব্যতীত সম্পূর্ন নতুন গ্রাহককে বৈদেশিক এলসি এর মূল্যের বিপরীতে প্রদত্ত এলটিআর ঋণ বাবদ মঞ্জুরীকৃত অর্থ পুন:তফসিল এর পরও পরিশোধ না করায় আর্থিক ক্ষতি।	৩,৫৯,৩৫,৬৩৬
১৩	ঋণ মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ হিসাব সমন্বয় না করে ঋণ গ্রহীতাকে লিমিট অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান করায় সীমাতিরিক্ত দায়সহ সুদাসলে অনাদায়ী এবং মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত।	৪,৮৩,৫৮,৩৬২
১৪	স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানীর বিপরীতে বিতরণকৃত টি আর ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র ঋণ সমন্বয়ের স্বার্থে মেয়াদ বৃদ্ধিকরত: গ্রাহককে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান সত্ত্বেও আদায়ের ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৪,৮৬,৭৬,০০০
১৫	সিসি (হাইপোঃ) ও সিসি (প্লেজ) ঋণের মঞ্জুরী পত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ হিসাব সমন্বয় না করে মন্দ ঋণে শ্রেণীকরণ এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।	১,১৯,৮১,৫৪১
১৬	পুনঃ তফসিলকৃত ডিমান্ড লোনও পিসি ঋণ পুন:তফসিলের সুবিধার আওতায় পুনরায় ব্যাক টু ব্যাক ঋণ পত্র খোলার পরে তলবী ও পিসি ঋণ সুবিধা প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থতার কারনে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক	২,৪৩,৭৫,৪৮২

৩—

১৭	প্রধান র্কাযালয়ের লিমিট মঞ্জুরী ব্যতীত এবং পূর্ববর্তী ডিমান্ড লোনের দায় অনাদায়ী/খেলাপী হওয়া সত্ত্বেও বারবার রপ্তানী ঋণ পত্রের অনুকূলে গ্রাহককে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ।	১,৬৯,০৩,৯৭৬
১৮	মাষ্টার এলসি লিয়েন রেখে শাখা প্রধান উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত ব্যাক টু ব্যাক এলসি পিসি, এফবিপি ও অনিয়মিতভাবে সিসি (প্লেজ) ঋণ নিজ ক্ষমতায় অনুমোদন প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।	১৪,৮৮,৩৫,৭৯৪
	মোট	১৫০,৫১,৪৮,২৫৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ -০১।

শিরোনামঃ ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে আমদানী বিল পরিশোধের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি, সৃষ্ট ডিমান্ড লোন আদায়ের উদ্যোগ না নিয়ে পুনরায় নতুন সৃষ্ট ডিমান্ড লোন মাসিক কিস্তিতে ৬ মাস মেয়াদে পুন:তফসিলকরণ, অনাদায়ী ৫২৭.২৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, ১৮, বিবি এভিনিউ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১১-২০১২ সনের হিসাব ১৩/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৯/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে ডিমান্ড লোন লেজার, বিবরণী, আদায় সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- পত্র নং রমনা/বৈবাবি/১০১/২০১৩ তারিখ ০৭/৪/২০১৩ খ্রিঃ পুন:তফসিলকৃত এবং নতুন সৃষ্ট ৪,৭২,৩৫,০৯২ টাকা প্রযোজ্য হার সুদে মাসিক কিস্তিতে ৬ মাস মেয়াদে ঋণ গ্রহীতা মেসার্স রবি ফ্যাশন এর অনুকূলে পুন:তফসিল করে অনুমোদন করা হয়।
- মাসিক কিস্তি ৪২,৪৩,৯৫৫ টাকা হারে আদায়ের শর্ত ছিল। পরপর ২টি কিস্তি খেলাপী হলে পুন:তফসিলিকরণ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।
- ব্যক্তিগত গ্যারান্টিসহ প্রয়োজনীয় সকল চার্জ দলিলাদি সম্পাদন করা হয়নি।
- সহ জামানতের বিপরীতে প্রদর্শিত জমি ৬৯.৫০ শতাংশ মূল্য ১.৬০ কোটি টাকা। যাহা ব্যাংক দায় অপেক্ষা নগণ্য।
- প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ। শাখা হতে স্থিতিপত্র ও ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হয়নি।
- ব্যাংকের অনুমতি গ্রহণ ছাড়াই ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ব্যাংকের অনুমতি ব্যতীত উক্ত মালামাল বিক্রয় করে দেয়। ফলে উৎপাদিত মালামাল জাহাজী করণ করা হয়নি ।
  বন্ধকী সম্পত্তির নির্দায় সনদপত্র গ্রহণ করা হয়নি।
- ঋণ হিসাবটি পত্র নং- রমনা/বৈবাবি/ ১৮০/২০১৩ তাং ০২/০৭/২০১৩ খ্রিঃ অনুযায়ী তারিখে শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে ।
- বর্তমানে আসল ৪,৭২,৩৫,০৯২ টাকা এবং সুদ বাবদ ৫৪,৮৯,৪৪৬ টাকা সর্বমোট ৫,২৭,২৪,৫৩৮ (পাঁচ কোটি সাতাশ লক্ষ চব্বিশ হাজার পাঁচশত আটত্রিশ) টাকা ব্যাংক দায় রয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে আমদানী বিল পরিশোধের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় মেসার্স রবি ফ্যাশন এর নামে ২,২৯,২৭,৮৪৩ টাকা ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়। সৃষ্ট ডিমান্ড লোন আদায়ের উদ্যোগ না নিয়ে পুনরায় নতুন সৃষ্ট ২,৪৩,০৭,২৪৯ টাকা ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে ৬ মাস মেয়াদে পুন:তফসিলকরণ অনাদায়ে ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন ৫,২৭,২৪,৫৩৮ (পাঁচ কোটি সাতাশ লক্ষ চব্বিশ হাজার পাঁচশত আটত্রিশ) টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "১" এ দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- আগামী এক মাসের মধ্যে পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে। নিলামের মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রয় করে সম্পূর্ণ দায় সমন্বয় করা সম্ভব না হলে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ পুন: তফসিলকরনের পর ঋণের কোন অর্থ আদায় না হওয়ার পরও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৭/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০২/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র দেয়া হয়। ১৬/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাবে জানানো হয়েছে যে, মামলা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে অনাদায়ী অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে ঋণের অর্থ আদায়ের সকল প্রকার আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করে জানানোর জন্য ৩০/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক/আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ব্যাংকের পাওনা অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০২।

শিরোনামঃ পূর্বের সৃষ্ট ডিমান্ড লোন সমন্বয়ের উদ্যোগ না নিয়ে ২য় বার পুন:তফসিলকরণ, কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ, পুন:তফসিল সুবিধা বাতিল না করা, সীমাতিরিক্ত মেয়াদী, সিসি (হাইপো) ঋণ সমন্বয় না করায় ২১১৭.২৫ লক্ষ টাকা অনাদায়ী।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লি:, ১৮, বিবি এভিনিউ, রমনা কর্পোরেট শাখা,ঢাকা এর ২০১১-২০১২ সনের হিসাব ১৩/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৯/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে মেয়াদী ঋণ, সিসি (হা:), ডিমান্ড লোন লেজার, বিবরণী, আদায় সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

শাখার নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পত্র নং রমনা/অগ্রিম/প্রকল্প/১১/১১ তারিখ: ২৩/০৬/২০১১ খ্রিঃ মেয়াদে ঋণ গ্রহীতা আহমেদ স্পিনিং মিলস লিঃ এর নামে ১২.২৭ কোটি টাকার প্রকল্প (বি এম আর ই) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। তন্মধ্যে ১২,২৬,৮৬,৬১৫ টাকা বিতরণ করা হয় ।

- শর্ত মোতাবেক ঋণ হিসাবে গ্রাহক কোন লেনদেন করেনি। ফলে আসল ১২,২৬,৮৬,৬১৫ টাকা + সুদ ও অন্যান্য খরচ সহ ২,৪৪,৬৬,২১৫ টাকা সর্বমোট ১৪,৭১,৫২,৮৩০ টাকা লিমিট অতিরিক্ত দায় সৃষ্টি হয়।
- পত্র নং বিডি/বিএমএ/১৩/৪৪৪ তাং ১৮/৪/২০১৩ খ্রিঃ অনুযায়ী ১.৫ কোটি টাকা সিসি হাইপো: ঋণ মঞ্জুর করে বিতরণ করা হয়।
- মঞ্জুরীপত্র শর্ত ৪ অনুযায়ী ঋণপত্র খোলার পূর্বে সিসি হাইপো: হিসাবে ৩১/০৩/২০১৩ খ্রিঃ সৃষ্ট সীমাতিরিক্ত দায় পরিশোধ করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।
- ফলশ্রুতিতে আসল ১,৫০,০০,০০০ টাকা + সুদ বাবদ ২০,১২,০৮৮ টাকা সর্বমোট ১,৭০,২২,০৮৮ টাকা সীমাতিরিক্ত ব্যাংকের পাওনা সৃষ্টি হয়।
- পত্র নং বিডি /বিএমএ/১০/৬৪৮ তারিখ: ২২/৬/১০ খ্রি: এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ৫ বছর মেয়াদে ৫০% মার্জিনে ১৩% হার সুদে ৩,৪০,০০,০০০ টাকা ডিমান্ড লোন মঞ্জুর পূর্বক ৩,৩৫,২৭,০১৪ টাকা বিতরণ করা হয়।
- শর্ত ছিল পরপর ২টি কিস্তির সম পরিমান অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে পুন:তফসিলি করণ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে। সৃষ্ট ডিমান্ড লোন সমন্বয়ের উদ্যোগ না নিয়ে ও পুন:তফসিল সুবিধা বাতিল ছাড়াই ঋণ গ্রহীতাকে আনুকূল্য প্রদর্শন পূর্বক পত্র নং রমনা/বৈবাবি/১১৫/২০১৩ তারিখ: ১৮/০৪/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঋণ সীমা ১,৩৬,৮২,০০০ মূল ডিমান্ড লোনের বকেয়া ৭টি কিস্তি বাবদ বার্ষিক ১৬% হার সুদে ৩০/১০/১৩ খ্রিঃ মেয়াদে অনুমোদন দেয়া হয়।
- ঋণ গ্রহীতা শর্ত পরিপালনে ব্যর্থ হয়। পুনরায় ১৫/৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৯৯,০০,০০০ টাকার ডিমান্ড লোন বিতরণ করা হয়।
- ডিমান্ড লোন বাবদ আসল ৪,৩৪,২৭,০১৪ টাকা+ সুদ বাবদ ৪১,৩৩,০৬৫ টাকা সর্বমোট ৪,৭৫,৬০,০৭৯ টাকা ব্যাংক দায় রয়েছে।
- আসল ও সুদ সহ ব্যাংক মেয়াদী ঋণের ১৪,৭১,৫২,৮৩০ টাকা, সিসি (হাইপোঃ) ঋণের ১,৭০,১২,০৮৮ টাকা, ডিমান্ড লোনের ৪,৭৫,৬০,০৭৯ টাকা, সর্বমোট ২১,১৭,২৪,৯৯৭ (একুশ কোটি সতেরো লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শত সাতানব্বই) টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

অনিয়মের কারণঃ

- আহমেদ স্পিনিং মিলস লিঃ এর পূর্বের সৃষ্ট ডিমান্ড লোন সমন্বয়ের উদ্যোগ না নিয়ে ২য় বার পুন:তফসিলিকরণ, কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ, পুন:তফসিল সুবিধা বাতিল না করা, সীমাতিরিক্ত মেয়াদী,সিসি (হাইপোঃ) ঋণ সমন্বয় না করায় ব্যাংকের ২১১৭.২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে (যার বিবরণ পরিশিষ্ট '২'তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- প্রকল্প ঋণ ও সৃষ্ট ৩টি ডিমান্ড লোন একীভূত করে প্রকল্প ঋণে রূপান্তর করা হয়। সিসি (হাইপোঃ) ঋণের দায় পরিশোধের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- সৃষ্ট ডিমান্ড লোন আদায়ের উদ্যোগ না নিয়ে ২য় বার পুন:তফসিল কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ সীমাতিরিক্ত দায় হয়েছে। উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৭/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০২/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ১৬/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাবে জানানো হয়েছে যে, মামলা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে অনাদায়ী টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত

রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে অর্থ আদায়ের সকল প্রকার আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করে জানানোর জন্য ৩০/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ব্যাংকের পাওনা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৩।

শিরোনামঃ অডিট আপত্তি থাকা সত্ত্বেও এবং গ্রাহক নিয়মিত দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার পরও বার-বার পুন:তফসিলের মাধ্যমে ঋণাংক ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৩৩৬৬.৮১ লক্ষ টাকা ।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, গ্রীণরোড কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০০৯-১২ সালের বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা ০২/১২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২২/১২/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে শাখার ঋণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং-প্রকা/মসউসা/ঢাউঅ/ঋণ/০১৮৯ তারিখঃ ১৫/১১/১৯৯২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে শাখার গ্রাহক মেসার্স পিপলস্ ফার্মা লিঃ এর পূর্বের মঞ্জুরীকৃত (ক) সিসি(হাইপোঃ), সেগ্রিগেটেড সিসি(হাইপোঃ) নতুন টি আর ঋণের দেনা স্থিতি ৫০১.৯০ লক্ষ টাকা এবং সিসি (প্লেজ) ও লিম হিসাবের ৩১/১২/৮৯ খ্রিঃ পর্যন্ত পুরাতন মালামালের দেনা স্থিতি ৮১.৪৬ লক্ষ টাকা ও সিসি (প্লেজ) হিসাবের ঘাটতি মালের মূল্য বাবদ ৭৯.৭২ লক্ষ টাকা সর্বমোট ৬৬৩.০৮ লক্ষ টাকা সেগ্রিগেটেড করতঃ নির্ধারিত কিস্তিতে ৬ মাস পর হতে দ্বিতীয় ৬ মাস প্রতিমাসে ২.০০ লক্ষ টাকা করে, তৃতীয় ৬ মাস প্রতিমাসে ৩.০০ লক্ষ টাকা করে ও পরবর্তী প্রতিমাসে ৫.০০ লক্ষ টাকা করে পরিশোধের সুযোগ (খ) নতুন করে ২০% মার্জিনে ১৫০.০০ লক্ষ টাকার সিসি (প্লেজ) লিমিট (গ) ১০০.০০ লক্ষ টাকার নতুন সিসি (হাইপোঃ) লিমিট ও (ঘ) ১০% মার্জিনে ১৫০.০০ লক্ষ টাকার এলসি লিমিট ৩০/০৯/৯৩ খ্রিঃ মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়।
- গ্রাহক উপরোক্ত ঋণ সমুহ শর্তানুযায়ী পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং-মব্যস/ঢাসা-২/ঢাউঅ/ঋণ/২৯/২০০০ তারিখঃ ৮/৮/২০০০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মওকুফ অবশিষ্ট সমুদয় দায় ১৪২৩.৮৮ লক্ষ টাকা ১০ বৎসর মেয়াদে আসল ও সুদ বিভাজনপূর্বক সেগ্রিগেশন এবং নতুন করে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (প্লেজ), ১৫০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (হাইপোঃ) লিমিট ও ১৫০.০০ লক্ষ টাকা এলসি লিমিট মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে মঞ্জুরীপত্র নং-মসঢাসা-২/ঢাউঅ/ঋণ/ ১১/০৬ তারিখঃ ১৪/০২/২০০৬ খ্রিঃ (ক) সিসি (হাইপোঃ) ঋণসীমা বৃদ্ধি করে ৪০০.০০ লক্ষ, সিসি (প্লেজ), ১৫০.০০ লক্ষ ও ঋণপত্র আবর্তীত সীমা ১৫০.০০ লক্ষ টাকা ৩০/০৯/০৬ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন মঞ্জুরী (খ) সেগ্রিগেটকৃত ঋণ হিসাবটির মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে সুদ হার প্রযোজ্য হারের পরিবর্তে কষ্ট অফ ফান্ড রেটে সংশোধিত মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। সেগ্রিগেট ঋণ হিসাবটি নিয়মিত/অশ্রেণীকৃত থাকতে হবে বলে শর্তে বলা হয়।
- শাখার পত্র নং-আরডি/গ্রীন/ঋণ/৫৬৪/০৬ তারিখঃ ০২/০৩/২০০৬ খ্রিঃ হতে দেখা যায় গ্রাহকের সেগ্রিগেট ঋণ হিসাবের ১৬ টি কিস্তি বাবদ ২,৫৮,৪৬,৮৬৪ টাকা বকেয়া রয়েছে। যা উপরোক্ত শর্তের খেলাপ। তথাপিও ঋণটি শ্রেণীকৃত না করে গ্রাহককে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং- মসঢাসা-২/ঢাউঅ/ঋণ/১৬৬ তারিখঃ ২৪/০৬/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে সেগ্রিগেট দায়স্থিতি ২১,৪২,৯৬,০০০ টাকা আদায়ের লক্ষ্যে মে/ ২০০৯ হতে এপ্রিল/২০১০ মেয়াদে মাসিক কিস্তি ১৬,৮৩,০০০ টাকা এবং সেগ্রিগেট ঋণ আদায়ের মেয়াদ বৃদ্ধি করে মে/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০২১ মেয়াদে সুদ আসলে মাসিক কিস্তি ২৫,২২,০০০ টাকা করে পরিশোধের জন্য পুন:তফসিল করা হয়। উক্ত পুন:তফসিল শর্ত দেয়া হয় যে, শর্ত নং (৫) সকল বিক্রয় লব্ধ অর্থ শাখায় জমা করতে হবে (৬) শাখাকে মেমোরেন্ডাম অব ডিপোজিট অব চেক সহ প্রতি কিস্তির অগ্রিম চেক গ্রহণ করতে হবে (৭) পরপর দুটি চেক ডিজঅনার হলে এনআই-এ্যাক্ট-১৮৮১ এর বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (৮) পুন:তফসিল সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ হলে অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ অনুযায়ী বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণসহ মামলা দায়ের করতে হবে। উক্ত শর্তের কোনটাই পরিপালন করা হয়নি। তথাপিও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে নিম্নোক্তভাবে আবারো গ্রাহকের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।
- প্রধান কার্যালয়ের কোম্পানী অ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশন এর ২৯/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখের বিডি/বিএমএ/১১/৭৬৯ নং স্মারকলিপি হতে দেখা যায় (ক) সিসি (হাইপোঃ) ঋণসীমা বৃদ্ধি করে ৫০০.০০ লক্ষ, ২০% মার্জিনে সিসি (প্লেজ), ১০০.০০ লক্ষ ও ঋণপত্র আবর্তীত সীমা ৫০.০০ লক্ষ টাকা নবায়ন ও সেগ্রিগেট ঋণের ২২,৩৫,০০,০০০ টাকার দায়স্থিতি আদায়ের লক্ষ্যে দায় পরিশোধের মেয়াদকাল ৩০/০৬/২০২১ খ্রিঃ অপরিবর্তিত রেখে নির্ধারিত মাসিক কিস্তি ১২,৫০,০০০ টাকার প্রথম কিস্তি পরিশোধের তারিখ অক্টোবর/২০১০ খ্রিঃ এর পরিবর্তে মে, ২০১১ খ্রিঃ হতে ১ম বছর পরিশোধের অনুমোদন ও অবশিষ্ট দায় সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের অনুমোদন প্রদান করা হয়। সর্বশেষে ২৯/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ঋণ হিসাবটি ৩০/০৯/২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন করা হয়।

- গ্রাহক অনিয়মিত থাকা সত্ত্বেও বার বার ঋণটি পুন:তফসিলকরণ করে ঋণাংক বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলতঃ ব্যাংকের ক্ষতির পরিমান দিনদিন বৃদ্ধি করা হয়েছে। গ্রাহক বার বার খেলাপী হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। সিসি (হাইপোঃ) ঋণ বৃদ্ধি করে সেগ্রিগেট ঋণের কিছু দায় পরিশোধ দেখিয়ে বাকী টাকা গ্রাহককে পরিশোধ করা হয়। ঋণ গ্রহণের পর হতে গ্রাহক মূলতঃ ঋণের টাকা ব্যাংকে পরিশোধ করে নাই। গ্রাহককে বার বার বর্ণিত সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও বর্তমানে ঋণটি মন্দ ও কু-মানে শ্রেণীবিন্যাসিত বা খেলাপী হিসাবে চিহ্নিত ।
- আমদানী এলসির বিপরীতে সৃষ্ট ঋণের মেয়াদ দীর্ঘদিন পূর্বে শেষ হলেও তা আদায় না হওয়ায় ক্ষতিতে পরিণত। ঋণটি আদায়ের জন্য কোন আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

- গ্রাহক মেসার্স পিপলস্ ফার্মা লিঃ এর নামে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় হতে বিভিন্ন অনিয়ম তুলে ধরে ২০০৬ খ্রিঃ সালে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর হতে আপত্তি আনা হয়, উক্ত অডিট আপত্তিকে আমলে না নিয়ে গ্রাহক নিয়মিত না হওয়ার পরও বার-বার পুন:তফসিলের মাধ্যমে ঋণাংক ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের দায় আদায় করতে না পারায় ৩৩,৬৬,৮০,৬৭৩ (তেত্রিশ কোটি ছেষট্টি লক্ষ আশি হাজার ছয়শত তিয়াত্তর) টাকা মন্দ ও কু-মানে শ্রেণীবিন্যাসিত, যা আদায়ের জন্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি (যার বিবরণ পরিশিষ্ট "৩" তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে মামলা দায়ের করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- পাওনা টাকা আদায়ের জন্য দ্রুত আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৪/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১০/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আপত্তিতে জড়িত অর্থ গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

৪—

অনুচ্ছেদ -০৪।

শিরোনামঃ সিসি (হাইপোঃ) ঋণ, আমদানী এলসির বিপরীতে সৃষ্ট এলটিআর, সৃষ্ট ডিমান্ড লোন ও আইএফবিসি দায়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করতে না পারায় অনাদায়ী ১৪৭২.৫০ লক্ষ টাকা ।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, গ্রীণরোড কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০০৯-১২ সালের বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা ০২/১২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২২/১২/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে শাখার ঋণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে-

ক)

- প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং-মসঢাসা-২/ঢাউঅ/ঋণ/২৭/১০ তারিখঃ ০২/০৬/২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে শাখার গ্রাহক মেসার্স মাষ্টার কম্পিউটার লিঃ এর অনুকূলে (ক) ৫০% মার্জিনে সিসি(হাইপোঃ) ঋণসীমা ১,০০,০০,০০০ টাকা (খ) ২০% মার্জিনে এলসি সীমা ২,৫০,০০,০০০ টাকা এবং (গ) এলটিআর সীমা ১,০০,০০,০০০ টাকা মঞ্জুরী প্রদান করা হয় এবং সর্বশেষ শাখার পত্র নং-এফএইচ/গ্রীণ/ঋণ/০৯/১১ তারিখঃ ২৫/০৮/২০১১খ্রিঃ এর মাধ্যমে (ক) ৫০% মার্জিনে সিসি(হাইপোঃ) ঋণসীমা ১,৫০,০০,০০০ টাকা (খ) ২০% মার্জিনে আবর্তিত এলসি সীমা ২,৫০,০০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩,০০,০০,০০০ টাকায় বৃদ্ধি করণ এবং (গ) এলটিআর সীমা ১,০০,০০,০০০ টাকা ৩০/০৫/২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন অনুমোদন করা হয়। গ্রাহক নিয়মিত না হওয়ায় উক্ত ঋণগুলি ব্যাংক কর্তৃক ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- সিসি (হাইপোঃ) ঋণের ক্ষেত্রে শর্ত আছে দৈনিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিয়মিত ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে এবং প্রতি ৯০ দিন অন্তর সাময়িক সমন্বয় ও মেয়াদ সীমার পূর্বে বা উক্ত তারিখে পূর্ণ সমন্বয় করতে হবে, আলোচ্যক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি। শর্তে আরো বলা হয়েছে নবায়ন করতে হলে মেয়াদোত্তীর্ণের ৪৫ দিন পূর্বে নিয়ম মোতাবেক আবেদন করতে হবে। ঋণটি গত ৩০/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় সিসি (হাইপোঃ) দায় ১,২৯,৫৪,৭৮৭ টাকা অনাদায়ী হয়েছে।
- আমদানী এলসি নং-০০৩৬/১১/০১/০০০৯ তারিখঃ ১৬/০১/২০১১ খ্রিঃ, ০০৩৬/১১/০১/০০৩৫ তারিখ ৮/৫/২০১১খ্রিঃ, ০০৩৬/১১/০১/০১১৫ তারিখঃ ২০/১১/২০১১ খ্রিঃ ও ০০৩৬/১২/০১/০০১২ তারিখঃ- খ্রিঃ এর মাধ্যমে আনীত মালামালের বিপরীতে সৃষ্ট এলটিআর নং-২০/২০১১ তাং-২৯/০৯/১১ খ্রিঃ, ২৪/২০১১ তাং-২৩/১০/২০১১ খ্রিঃ, ২/২০১২ তাং- ২৭/০২/২০১২ খ্রিঃ ও ১১/২০১২ তাং-৭/৫/২০১২ খ্রিঃ এর মেয়াদ এলটিআর সৃষ্টির ৯০ দিন পর শেষ হলেও গ্রাহকের নিকট হতে টাকা আদায় না হওয়ায় ১,২৫,৩৬,৮৮০ টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে।
- গ্রাহক ক্যাশ এলসির মাধ্যমে কম্পিউটার যন্ত্রাংশ আমদানী করে। ব্যাংক কর্তৃক যার স্বীকৃতি দেয়া হ । গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বিল মূল্য পরিশোধ না করায় গ্রাহকের নামে ডিমান্ডলোন সৃষ্টির মাধ্যমে রপ্তানীকারককে উক্ত টাকা পরিশোধ না করায় ২১,৯৬,১৮৯ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- গ্রাহকের নিকট হতে ক্রয়কৃত স্থানীয় বিল নির্দিষ্ট মেয়াদে আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ৯৪,২০,০০০ টাকা অনাদায়ী। উপরোক্ত সবগুলি দায় ক্ষতিতে পরিণত।

খ)

- প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং-মসঢাসা-২/ঢাউঅ/ঋণ/২৬/১০ তারিখঃ ০২/০৬/২০১০খ্রিঃ এর মাধ্যমে শাখার গ্রাহক মেসার্স ক্যাটিনা সিষ্টেমস সল্যুশন লিঃ এর অনুকূলে (ক) ৫০% মার্জিনে সিসি (হাইপোঃ) ঋণসীমা ১,০০,০০,০০০ টাকা (খ) ২০% মার্জিনে এলসি সীমা ৩,০০,০০,০০০ টাকা এবং (গ) এলটিআর সীমা ১,০০,০০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয় এবং সর্বশেষ শাখার পত্র নং-এফএইচ/গ্রীণ/ঋণ/০৮/১১ তারিখঃ ২৫/০৮/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে (ক) ৫০% মার্জিনে সিসি (হাইপোঃ) ঋণসীমা ১,৫০,০০,০০০ টাকা (খ) ২০% মার্জিনে আবর্তিত এলসি সীমা ৩,০০,০০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩,৫০,০০,০০০ টাকায় বৃদ্ধি করণ এবং (গ) এলটিআর সীমা ১,০০,০০,০০০ টাকা ৩০/০৫/২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে নবায়ন অনুমোদন করা হয়। গ্রাহক নিয়মিত ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় মন্দ ও কু-ঋণে পরিণত হয়েছে।

- সিসি(হাইপোঃ) ঋণের ক্ষেত্রে শর্ত মোতাবেক বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিয়মিত ঋণ হিসাবে জমা করতে হবে এবং প্রতি ৯০ দিন অন্তর সাময়িক সমন্বয় ও মেয়াদ সীমার পূর্বে বা উক্ত তারিখে পূর্ণ সমন্বয় করতে হবে, আলোচ্যক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি। শর্তে আরো বলা হয়েছে, নবায়ন করতে হলে মেয়াদোত্তীর্ণের ৪৫ দিন পূর্বে নিয়ম মোতাবেক আবেদন করতে হবে। ঋণটি গত ৩০/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও গ্রাহক সিসি (হাইপোঃ) দায় ১,২৮,৫৮,৫৪৫ টাকা সমন্বয় করেনি।

- আমদানী এলসি নং-০০৩৬/১২/০১/০০০৯ তারিখঃ ২৯/০৪/২০১২ খ্রিঃ, ০০৩৬/১১/০১/০০৯৭ তারিখঃ ১০/১০/২০১১ খ্রিঃ, ০০৩৬/১১/০১/০০৬০ তারিখঃ ৩১/০৭/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আনীত মালামালের বিপরীতে সৃষ্ট এলটিআর নং-০৩/২০১২তাং-২৯/০৩/১২ খ্রিঃ, ০১/২০১২ তাং-২৩/০২/২০১২ খ্রিঃ, ২৩/২০১১ তাং-১৮/১০/২০১১ খ্রিঃ এর মেয়াদ এলটিআর সৃষ্টির ৯০ দিন পর শেষ হলেও গ্রাহকের নিকট হতে অর্থ আদায় না হওয়ায় ১,১২,১৫,৯৪৩ টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে।
- গ্রাহক ক্যাশ এলসির মাধ্যমে কম্পিউটার যন্ত্রাংশ আমদানী করে। ব্যাংক কর্তৃক যার স্বীকৃতি দেয়া হয়। গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বিলমুল্য পরিশোধ না করায় গ্রাহকের নামে ডিমান্ডলোন সৃষ্টির মাধ্যমে রপ্তানীকারককে উক্ত টাকা পরিশোধ করা হয়। ডিমান্ড লোন হিসেবে ৮৮,৫৯,৮৮১ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে এর পূর্বেই ঋণ নবায়ন করতে হবে, নবায়ন অযোগ্য হলে উক্ত ঋণের দায় আদায়ের জন্য অর্থ ঋণ আদালত আইন/২০০৩ এর ধারা ৪৬ অনুযায়ী গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

- শাখার গ্রাহক মেসার্স মাষ্টার কম্পিউটার লিঃ এর নামে মঞ্জুরীকৃত সিসি (হাইপোঃ) ঋণ, আমদানী ঋণপত্রের বিপরীতে ক্রয়কৃত স্থানীয় বিল, আমদানী এলসির বিপরীতে সৃষ্ট এলটিআর, সৃষ্ট ডিমান্ডলোন ও আইএফবিসি দায়েরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করতে না পারায় ৬,৯৭,৬৫,৩৫৬ টাকা মন্দ ও কু-ঋণে পরিণত হয়েছে (যার বিবরণ **পরিশিষ্ট "৪"** তে দেখানো হলো)।
- শাখার গ্রাহক মেসার্স ক্যাটিনা সিষ্টেমস সল্যুশন লিঃ এর নামে মঞ্জুরীকৃত সিসি(হাইপোঃ) ঋণ, আমদানী এলসির বিপরীতে সৃষ্ট এলটিআর, সৃষ্ট ডিমান্ডলোন ও আইএফবিসি দায়েরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করতে না পারায় ৭,৭৪,৮৪,৩৬৯/- টাকা অনাদায়ী (যার বিবরণ **পরিশিষ্ট "৪" তে** দেখানো হলো)।
- ফলে সর্বমোট অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ (৬,৯৭,৬৫,৩৫৬+৭,৭৪,৮৪,৩৬৯)=১৪,৭২,৪৯,৭২৫(চৌদ্দ কোটি বাহাত্তর লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশত পঁচিশ) টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। জানুয়ারী/১৪ মামলা দায়ের করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য অনেক আগেই কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৪/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১০/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আপত্তিতে জড়িত অর্থ গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৫।

শিরোনামঃ রপ্তানী বিলের (এফবিপি) মেয়াদ দীর্ঘদিন পূর্বে শেষ হলেও বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,৬৬,৮৮০ ইউরো বা ১৫৮.০০ লক্ষ টাকা ।

বিবরণঃ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, ফরিদপুর শাখা, ফরিদপুর এর ২০০৮-১২ সালের বাণিজ্যিক হিসাব নিরীক্ষা ০৮/০৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৫/০৯/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে রপ্তানী শাখার এফবিপি সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়,শাখার গ্রাহক মেসার্স করিম জুট স্পিনার্স লিঃ এলসি নং-ILC ২০০৯ BURD ৯০৭৩৪, তারিখঃ ২৪/০৫/২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে দুবাইয়ের M/S AL SERAT TRADING L.L.C, DUBAI, UAE এর নিকট দুটি বিলের মাধ্যমে JUTE YARN প্রেরণ করে। উক্ত মালামালের জাহাজী করনের তারিখ ছিল ১৫/০৬/০৯ ও ০২/০৭/০৯ খ্রিঃ এবং এলসির জাহাজী করনের সর্বশেষ মেয়াদ ছিল ০২/০৭/২০০৯ খ্রিঃ। উক্ত মালামাল গ্রাহকের ইরানি এজেন্ট STAR MARINE SERVICES LTD এর মাধ্যমে ইরানে খালাস করা হয়।
- গ্রাহক মালামাল রপ্তানী করার পর গ্রাহকের অনুরোধে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত বিল দুটি ২৩/০৬/২০০৯ খ্রিঃ ও ১৩/০৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ক্রয় করে। যার মেয়াদ ছিল এট সাইট ভিত্তিতে অর্থাৎ বিল ক্রয়ের তারিখ হতে ২১ দিন। সে হিসাবে গত ১৫/০৭/২০০৯ খ্রিঃ ও ২৪/০৭/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে বিল দুটি মেয়াদোত্তীর্ণ হয়। কিন্তু শাখা কর্তৃপক্ষ বিল দুটি দীর্ঘদিন পূর্বে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও শ্রেণীকৃত না করে ২২/০৩/২০১১ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রত্যাবাসনের সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন করে। শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ৩১/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিল দুটি প্রত্যাবাসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে।
- উপরে বর্ণিত বিল দুটির বৃদ্ধিকৃত মেয়াদ প্রায় ১৮ মাস পূর্বে শেষ হলেও মূল্য প্রত্যাবাসিত হয়নি এবং বিল দুটিকে শ্রেণীকৃতও করা হয়নি।
- মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পরও বিল দুটি শ্রেণীকৃত না করা মানে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক গ্রাহককে অবৈধ সুযোগ প্রদান করার সামিল বলে নিরীক্ষা মনে করে।
- ঋণপত্র ইস্যুকারী ব্যাংককে Unicredito Italiano S.P.A., Milan, Italy তে পরিচালিত অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর নষ্ট্রো হিসাবে বিল মূল্য জমা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু Unicredito Italiano S.P.A., Milan, Italy বর্ণিত বিল মূল্য জমা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ইস্যুকারী ব্যাংক এর ২৯/১০/০৯ খ্রিঃ এর মেসেজ হতে দেখা যায় Intesa Sanpaolo,Milano,Italy এর মাধ্যমে বিলমূল্য প্রেরণকালে Citi Bank, London কর্তৃক উক্ত বিলমূল্য Blocked হয়েছে। ফলে রপ্তানী বিল মূল্য প্রত্যাবসিত না হওয়ায় ব্যাংকের ১,৫৮,০০,৭৩২ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- শাখার গ্রাহক মেসার্স করিম জুট স্পিনার্স লিঃ এর নিকট হতে ক্রয়কৃত ২টি এফবিপি বিল এর মেয়াদ দীর্ঘদিন পূর্বে শেষ হলেও এর মূল্য অদ্যাবধি প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,৫৮,০০,৭৩২(এক কোটি আটান্ন লক্ষ সাতশত বত্রিশ) টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ঋণপত্র ইস্যুকারী ব্যাংক, ব্যাংক সাদারাত, ইরান, দুবাই, ইউএই একটি ইরানি ব্যাংক হওয়ায় বিলগুলির মূল্য পরিশোধের পর্যায়ে সিটি ব্যাংক লন্ডন কর্তৃক বিল মূল্য ব্লকড করে ফেলা হয়েছে। ব্লকড ফান্ডগুলি ছাড়করনের লক্ষ্যে ব্যাংকের তাগিদে বেনিফিশিয়ারী OFAC এ ০৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আবেদন সম্পন্ন করেছেন। এছাড়াও সুদসহ বিল মূল্য পরিশোধের জন্য ব্যাংক সাদেরাত ইরান, দুবাইকে ১৬/০৭/২০১৩ খ্রিঃ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং বেনিফিশিয়ারীকে এফবিপি ঋণদ্বয় সমন্বয়ের জন্য ১৬/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সমন্বয় হলে পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ রপ্তানী বিলের মূল্য ১২০ দিনের মধ্যে আদায় না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়নি।·শ্রেণীকৃত না করার বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৪/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৫/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ২০-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র দেয়া হয় হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৬।

শিরোনামঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন ছাড়াই রুরাল ক্রেডিট ফিসারিজ-এর আওতায় প্রদত্ত মধ্য মেয়াদী প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণের অর্থ বিতরণ করার পরও ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ঋণের অর্থ প্রকল্পে ব্যবহার না করা সত্ত্বেও আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় খেলাপী ঋণ ১৩৬.০০ লক্ষ টাকা ।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, কুড়িগ্রাম এর ২০০৬-১৩ সালের হিসাব গত ০৮/০৪/১৪ খ্রিঃ হতে ১৭/০৪/১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরীর নথি, লেজার ষ্টেটমেন্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ,মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয়,রাজশাহী সার্কেল-এর ০১/৩/১০ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরী পত্র নং-মাসরাসা/ঋণ/কুড়ি-৬২১/০০২/১০ মোতাবেক মেসার্স জয়নাল আবেদীন এগ্রো কমপ্লেক্স কে মধ্য মেয়াদী প্রকল্প/মূলধন ঋণ বাবদ ৯৫ লক্ষ টাকা ও চলতি মূলধন ঋণ বাবদ ৩৫ লক্ষ টাকা; সর্বমোট ১৩০ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর করা হয় । মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ব্যাংক ঋণের ১৩০ লক্ষ টাকা এবং উদ্যোক্তার প্রস্তাবিত ইকুইটি ৪৯.৯৫ লক্ষ টাকা; সর্বমোট ১৭৯.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি স্থাপন ও পরিচালনাযোগ্য। ০২/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুঃ (ক) হতে দেখা যায় যে, ১ম কিস্তি হতে ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত বিতরণের জন্য শাখা ও আঞ্চলিক কার্যালয় হতে কিস্তির অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় হয়েছে (যা সঠিক নয়) মর্মে প্রতিবেদন নেয়া হলেও বাস্তবে ২টি সেড পূর্ব হতেই বিদ্যমান ছিল এবং প্রস্তাবিত ৩টি সেডের মধ্যে মাত্র ১টি সেড নির্মাণ করা হয় এবং ব্রুডার সেড, ফিড মিক্সিং রুম, ফিড ক্রাসিং রুম, কংক্রিটের পিলারসহ কাঁটা তারের বাউন্ডারী নির্মিত হয় নাই । আবার মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী মৎস্য চাষ ইউনিটের জন্য প্রস্তাবিত ১৩.৬১ একর জমির মধ্যে পূর্ত কাজের বিপরীতে গৃহীত ঋণের অর্থ ব্যয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তাছাড়া উক্ত জমির মধ্যে প্রায় ৮.০০ একর জমি ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ইট ভাটার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং শর্তানুযায়ী প্রকল্পটি ২০%ও উৎপাদনশীল অবস্থায় নেই মর্মে মন্তব্য করা হয় । কাজেই প্রমাণিত হয় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ছাড়াই ২৯/৩/১০, ৩০/৫/১০, ০২/৮/১০ ও ০১/১১/১০ খ্রিঃ তারিখে ২৩.৭৫ লক্ষ টাকা করে মোট ৯৫ লক্ষ টাকা মধ্য মেয়াদী মূলধন ঋণ বাবদ এবং ২৩/১২/১০ খ্রিঃ তারিখে চলতি মূলধন ঋণ বাবদ এককালীন ৩৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে ।
- মঞ্জুরী পত্রের ২নং শর্তানুযায়ী মধ্য মেয়াদী মূলধন ঋণের অর্থ ৬,৯৮,০০০ টাকা হারে মোট ১৭টি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। কিন্তু কোন কিস্তিই সময়মত পরিশোধ করা হয় নাই । ঋণটির বর্তমান শ্রেণীকৃত স্থিতি ৯৮,৯৮,১৫৯ টাকা। আবার চলতি মূলধন ঋণ বিতরণের পর কোন লেনদেন করা হয় নাই এবং গত ৩০/৯/১২ খ্রিঃ তারিখে ঋণটি বিএল হিসাবে শ্রেণীকৃত হয়-যার বর্তমান শ্রেণীকৃত স্থিতি ৩৭,০১,৭০৯ টাকা । উল্লেখ্য যে, শাখার পত্র নং-শাখা/কুড়ি/পুনঃতফসিল/৩৯১/১৩ তাং ৩০/৬/১৩ খ্রিঃ মোতাবেক ঋণ দুটি পুনঃ তফসিলকরণের সুবিধা দেয়া হলেও ঋণ গ্রহীতা উক্ত সুবিধা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় পুনঃ তফসিলকরণ বাতিল হয় । মঞ্জুরী পত্রের ০৫ (১২) নং শর্তানুযায়ী বিতরণ ও আদায়ের লক্ষ্যে শাখা ব্যবস্থাপকের উপরে নিবিড় তদারকির দায়িত্ব অর্পিত হয় । কিন্তু শাখা ব্যবস্থাপক এর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাজনিত কারণে উক্ত ঋণদ্বয় বিএল হিসাবে শ্রেণীকৃত হওয়ায় সরকারের মোট (৯৮,৯৮,১৫৯+ ৩৭,০১,৭০৯)= ১,৩৫,৯৯,৮৬৮(এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশত আটষট্টি) টাকা ক্ষতি হয়েছে ।
- ঋণ মঞ্জুরী পত্রের সাধারণ ও বিশেষ শর্তানুযায়ী সকল ধরণের হালনাগাদ বীমা কভারেজ, আয়কর প্রত্যয়নপত্র গৃহীত হয় নাই এবং বন্ধকী সম্পত্তির রেজিষ্ট্রীকৃত দলিল উত্তোলন করা হয় নাই । তাছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না পাওয়া সত্ত্বেও ঋণ বিতরণ করা হয়েছে । আবার প্রতিষ্ঠানটির হালনাগাদ আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসান হিসাব, ব্যালান্স শীট গৃহীত হয় নাই এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা এবং কোন ভেটিরিনারী সার্জন নিয়োগ করা হয়নি । এতে প্রমাণিত হয় যে, নিয়মাচার/শর্তাদি পালন ব্যতিরেকেই ঋণের অর্থ বিতরণ করা হয়েছে ।
- হিসাব বিবরণী, শাখার ২৭/১/১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র, উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুঃ (ঘ) এবং সার্বিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, গ্রাহককে বিশেষ সুবিধাদানের জন্যই বিধি বহির্ভূতভাবে ও নিয়মাচার পরিপালন না করেই ঋণের অর্থ বিতরণ করতঃ অন্যত্র ডাইভার্ট এর সুযোগ দেয়া হয়েছে । এতদসত্ত্বেও শাখা ব্যবস্থাপক এর বিরুদ্ধে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি । সর্বোপরি সহায়ক জামানত হিসেবে ২.৮১ একর জমি ও তার উপর সেমি পাকা বাড়ী

(সার্কেল সচিবালয় কর্তৃক মূল্যায়নকৃত ৩.৬৩ কোটি টাকা) ব্যাংক এর নিকট বন্ধক থাকলেও উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের মাধ্যমে পাওনা আদায়ের উদ্যোগ গৃহীত হয়নি এবং ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি ।

অনিয়মের কারণঃ

- মেসার্স জয়নাল আবেদীন এগ্রো কমপ্লেক্স কে প্রকল্প বাস্তবায়ন ছাড়াই রুরাল ক্রেডিট ফিসারিজ এর আওতায় প্রদত্ত মধ্য মেয়াদী প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণের অর্থ বিতরণ করার পরও ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ঋণের অর্থ প্রকল্পে ব্যবহার না করা সত্ত্বেও আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ঋণ হিসাবের খেলাপীজনিত কারণে মোট ১,৩৫,৯৯,৮৬৮ (এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশত আটষট্টি) টাকা ক্ষতি হয়েছে ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- আদায়ের জন্য প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে বলে জবাব দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ গ্রাহককে আর্থিক সুবিধা দেয়ার উদ্দেশ্যে বিধি বহির্ভূতভাবে ঋণের অর্থ বিতরণপূর্বক তদারকি না করায় ও আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ঋণটি ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীকৃত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র দেয়া হয়। ২৬/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাবে জানানো হয়েছে যে, অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যাবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী টাকা আদায়ের অগ্রগতি জানানো হবে। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে অনাদায়ী সমূদয় টাকা আদায়পূর্বক নিষ্পত্তিমূলক জবাব জানানোর জন্য ০৪/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে জড়িত অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৭।

শিরোনামঃ ঋণের নিয়মাচার ও শর্তাদি পরিপালন ব্যতিরেকে রুরাল ক্রেডিট ফিসারীজ-খাতে প্রদত্ত মেয়াদী মূলধন/প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণের অর্থ অন্যত্র ডাইভার্ট করতঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা সত্ত্বেও আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ঋণের খেলাপী ঋণ ৮১.৮৩ লক্ষ টাকা ।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, কুড়িগ্রাম এর ২০০৬-১৩ সালের হিসাব গত ০৮/০৪/১৪ খ্রিঃ হতে ১৭/০৪/১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঋণ মঞ্জুরীর নথি, হিসাব বিবরণী, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ঋণ মঞ্জুরী পত্রের সাধারণ শর্তানুযায়ী-হাল নাগাদ সকল ধরণের বীমা কভারেজ, আয়কর প্রত্যয়ন পত্র, ষ্টক রিপোর্ট, আয় এবং ব্যয় ও লাভ লোকসান হিসাব, ব্যালান্স শীট-গৃহীত হয় নাই । আবার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই ঋণের অর্থ বিতরণ করা হয়েছে । তাছাড়া বন্ধকী সম্পত্তির রেজিষ্ট্রীকৃত মূল দলিল উত্তোলিত হয় নাই ।
- মেসার্স সৃজন পোল্ট্রি এ্যান্ড হ্যাচারী (প্রোঃ তাপস কুমার দাস) এর অনুকূলে মহাব্যবস্থাপক এর কার্যালয়, রাজশাহী কর্তৃক ০২/৯/১০ খ্রিঃ তারিখের অনুমোদন পত্র নং-মঞ্জুরী/মসরাসা/ঋণ/কুড়ি-৬৫৫/০১৭/১০ মোতাবেক মেয়াদী মূলধন ঋণ বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা ও চলতি মূলধন ঋণ বাবদ ২০ লক্ষ টাকা; সর্বমোট ৮০ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুরী দেয়া হয় এবং মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ব্যাংক ঋণ ৮০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প মালিকের প্রস্তাবিত ইকুইটি ৩৬.৮৮ লক্ষ টাকা; সর্বমোট ১১৬.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি স্থাপন ও পরিচালনযোগ্য । হিসাব বিবরণী ও ০২/১২/১২ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুঃ (গ) হতে দেখা যায় যে, চুক্তি পত্রের ড্র ডাউন সিডিউল অনুসরণ না করে মাত্র ২ মাস সময়ের মধ্যে প্রকল্প ঋণের ৬০ লক্ষ টাকা ও চলতি মূলধন ঋণের ২০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে । উক্ত প্রতিবেদনের অনুঃ (ক) মোতাবেক-প্রকল্প স্থাপনযোগ্য জমিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই এবং বাস্তবে প্রকল্পটি চালু ও উৎপাদনে থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই এবং বিধি বহির্ভূতভাবে বন্ধক নেয়া (১৭.২৫ শতাংশ) জমিতেও মুরগির কোন সেড দেখা যায় নাই । কাজেই প্রমাণিত হয় যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন ছাড়াই মধ্য মেয়াদী মূলধন ঋণ বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা এবং চলতি মূলধন ঋণ বাবদ ২০ লক্ষ টাকা; সর্বমোট ৮০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ।
- মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ত্রৈমাসিক কিস্তি হিসাবে ৪.২৮ লক্ষ টাকা হারে মোট ১৮টি কিস্তিতে মধ্য মেয়াদী মূলধন ঋণের অর্থ আদায়যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কোন কিস্তিই সময়মত পরিশোধ করা হয় নাই এবং পরিশোধিত মোট অর্থের পরিমাণ অতি নগণ্য । আবার চলতি মূলধন খাতে বিধিবহির্ভূতভাবে প্রদানকৃত ২০ লক্ষ টাকা উত্তোলনের পর কোন লেনদেন করা হয় নাই। উল্লেখ্য যে, ৩০/৬/১৩ খ্রিঃ তারিখের-শাখা/কুড়ি/পুনঃতফসিল/৩৯০/১৩ নং পত্রানুযায়ী ঋণ দুটি পুনঃ তফসিলকরণের সুযোগ দেয়া হলেও ঋণ গ্রহীতা উক্ত সুযোগ গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় বাতিল হয়ে যায় । বর্তমানে উক্ত উভয় ঋণ বাবদ **'বিএল'** হিসাবে মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ (৬১,০৩,০৬৪+ ২০,০৯,৪৫৩/৯৬) ৮১,৮২,৫১৭ (একাশি লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশত সতেরো) টাকা যা ক্ষতির সামিল ।
- ০২/১২/১২ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন (অনুঃ ঘ দ্রঃ), হিসাব বিবরণী, শাখার ২৭/১/১৪খ্রিঃ তারিখের পত্রসহ অন্যান্য রেকর্ডাদি দৃষ্টে ও সার্বিক পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয় যে, ঋণের অর্থ অন্যত্র ডাইভার্ট করায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয় নাই এবং ব্যাংকের বিরাট অংকের ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও শাখা ব্যবস্থাপকসহ দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। আবার সহ জামানত হিসেবে ১০২.৯৩ শতক জমি বন্ধকী থাকলেও উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের মাধ্যমে পাওনা আদায়ের পদক্ষেপ গৃহীত হয় নাই। সর্বোপরি ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা হয় নাই।

অনিয়মের কারণঃ

- ঋণের নিয়মাচার ও শর্তাদি পরিপালন ব্যতিরেকে মেসার্স সৃজন পোল্ট্রি এ্যান্ড হ্যাচারী (প্রোঃ তাপস কুমার দাস) কে রুরাল ক্রেডিটঃ ফিসারীজ-খাতে প্রদত্ত মেয়াদী মূলধন/প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণের অর্থ অন্যত্র ডাইভার্ট করতঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা সত্ত্বেও আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ঋণ হিসাবের খেলাপীজনিত ৮১,৮২,৫১৭ (একাশি লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশত সতেরো) টাকা ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- আদায়ের জন্য প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে মর্মে জবাব প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। বিধি বহির্ভূতভাবে ঋণের অর্থ বিতরণ করতঃ তদারকি না করায় ও আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ব্যাংকের উক্ত ক্ষতি হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র দেয়া হয়। ২৬/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাবে জানানো হয়েছে যে, অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যাবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের অগ্রগতি জানানো হবে। মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যের আলোকে অনাদায়ী সমূদয় অর্থ আদায়পূর্বক জবাব জানানোর জন্য ০৪/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ বিধিমোতাবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে জড়িত অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৮।

শিরোনামঃ প্রথম এলসি (LC) এর মাধ্যমে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য অনাদায় থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিত ভাবে দ্বিতীয় এল সি (LC) এর মালামালের অর্থ পরিশোধ ব্যতিরেকে শাখা ব্যবস্থাপকের সহায়তায় ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক জালিয়াতির মাধ্যমে আমদানীকৃত মালামাল (যন্ত্রাংশ) গ্রহণ করায় ক্ষতি টাকা ৮৬.৭৩ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, মালদহপট্টি শাখা, (কর্পোরেট শাখা) দিনাজপুর এর ২০১২-২০১৩ সালের হিসাব ২৬/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৩/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঋণ মঞ্জুরী পত্র, লেজার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নথি পত্র হতে দেখা যায় যে,

- (ক) মেসার্স সাকিব ইন্ডাষ্ট্রিজ, হংকং হতে অটো রাইস মিল মেশিনারী আমদানীর জন্য একটি LC খোলার আবেদন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে শাখা ব্যবস্থাপক জনাব আহেরাব আলী এসপিও নিজ ক্ষমতাবলে ২৫% মার্জিনে গত ১৮/০৪/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৬১,২০০ ইউএস ডলার সমপরিমাণ ৪৪,৭৯,৮৪০ টাকা (১ ডলার =৭৩.২০ টাকা) মূল্যের এলসি নং ০০৩০/১১/০১/০০২৯ খোলেন। ইহার বিপরীতে ৩/৭/১১ ইং তারিখে ১ ডলার =৭৪.৭৫ টাকা পিএডি দায় হিসাবে ৪৫,৭৪,৭০০(৬১,২০০X৭৪.৭৫) টাকা পরিশোধ করেন এবং ৩০/০৬/২০১৩ ইং তারিখ পর্যন্ত সুদাসলে ৫২,৬৩,৬০৩(আসল=৪৫,৭৪,৭০০+আরোপিত ও অনারোপিত সুদ=৬,৮৭,৯০৩+বিবিধ খরচ=১০০০) আদায়যোগ্য ছিল। তন্মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক ৩৮,৩৯,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয় এবং ১৪,২৪,৬০৩(৫২,৬৩,৬০৩-৩৮,৩৯,০০০) টাকা অনাদায়ে পিএডি দায় সৃষ্টি। ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে সমুদয় আদায় না করে শাখা ব্যবস্থাপক ডকুমেন্টস ছাড় করায় পিএডি দায় সৃষ্টি হয়।
- (খ) পরবর্তীতে একই ঋণ গ্রহীতা মেসার্স সাকিব ইন্ডাষ্ট্রিজ, হংকং হতে অটো রাইস মিল মেশিনারী আমদানীর জন্য দ্বিতীয় LC খোলার আবেদন করেন এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আবেদন অনুযায়ী ৮৫,০০০ ইউএস ডলার সমপরিমাণ ৬৩,৩২,৫০০ টাকা (১ডলার =৭৪.৫০ টাকা) মূল্যের মেশিনারী আমদানীর জন্য ০৬/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখে দ্বিতীয় এলসি নং ০০৩০/১১/০১/০০৪৩ খোলেন। ইহার বিপরীতে ১৪/৮/১১ ইং তারিখে ১ ডলার ৭৪.৯৫ টাকা হিসাবে পিএডি দায় হিসাবে ৬৩,৭০,৭৫০ টাকা পরিশোধ করেন এবং ৩০/৬/১৩ ইং পর্যন্ত সুদাসলে ৮৮,৩২,৬৪১ (আসল = ৬৩,৭০,৭৫০+ আরোপিত ও অনারোপিত সুদ ২৪,৫০,৫৭১ + বিবিধ খরচ = ১১,৩২০) টাকা আদায়যোগ্য ছিল। তন্মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক ১৫,৮৪,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয় এবং ৭২,৪৮,৬৪১(৮৮,৩২,৬৪১-১৫,৮৪,০০০) টাকা অনাদায়ে পিএডি দায় সৃষ্টি হয়।
- কাস্টমস্ থেকে আমদানীকৃত মালামাল ছাড় করানোর ব্যাপারে গড়িমসি শুরু করলে ব্যাংক কর্তৃক কাস্টমস্ থেকে মালামাল ছাড় করায়ে নিয়ে এসে ব্যাংকের গুদামে/ব্যাংকের নিজস্ব হেফাজতে না রেখে, শাখা ব্যবস্থাপক জনাব আহেরাব আলীর সহায়তায় সরাসরি মেসার্স সাকিব ইন্ডাষ্ট্রিজকে অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা কে দিয়ে দেন। পরবর্তীতে শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার জন্য ঋণ গ্রহীতার নামে ফোর্স লোন সৃষ্টি করে ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ, দিনাজপুর শাখার নামে ৮৫,০০০ টাকার একটি চেক গ্রহণ করেন । কিন্তু উক্ত চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে, হিসাবে পর্যাপ্ত টাকা নেই বলে চেকটি ফেরত প্রদান করা হয়।

অনিয়মের কারণঃ

- প্রথম এলসি (LC) এর মাধ্যমে আমদানীকৃত পণ্যের মুল্য অনাদায় থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিত ভাবে দ্বিতীয় এল সি (LC) এর মালামালের অর্থ পরিশোধ ব্যতিরেকে শাখা ব্যবস্থাপকের যোগ সাজসে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক জালিয়াতীর মাধ্যমে আমদানীকৃত মালামাল (যন্ত্রাংশ) গ্রহণ করায় সরকারের ৮৬,৭৩,২৪৪ (ছিয়াশি লক্ষ তিয়াত্তর হাজার দুইশত চুয়াল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে । **যার বিবরণ পরিশিষ্ট '৫' তে দেখানো হলো।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ঋণটি আদায়ের নিমিত্তে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে ।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক নয়। অনিয়মিত ভাবে ঋণ মঞ্জুর না করলে/প্রথম এলসি (LC) খোলার মাধ্যমে আমদানীকৃত পণ্যের মুল্য অনাদায় থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিত ভাবে দ্বিতীয় এল সি (LC) এর মালামালের অর্থ পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানীকৃত মালামাল ঋণ গ্রহীতাকে হস্তান্তর না করলে অর্থ আদায়ের জন্য মামলা করতে হতো না।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৭/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র দেয়া হয়। ৩০/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাবে জানানো হয়েছে যে, মামলা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে অনাদায়ী অর্থ আদায় ও জড়িত কর্মকর্তাদের

৫—

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মন্ত্রণালয়ের জবাবের আলোকে অর্থ আদায়সহ দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে জানানোর জন্য ০৩/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- মামলা নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারন পূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ গ্রাহকের নিকট হতে অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৯।

শিরোনামঃ সি সি (প্লেজ) ঘাটতি পুনঃ তফসিলি করণের পর ২ টি কিস্তি খেলাপী হওয়া সত্ত্বেও শর্তানুযায়ী পুনঃ তফসিলি সুবিধা বাতিল পূর্বক ঘাটতির টাকা আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ২৯৮.৩৯ লক্ষ টাকা অনাদায়।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, নাটোর শাখা, নাটোর এর ২০১১-২০১৩ সালের হিসাব ২৬/০১/১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৩/০২/১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সি সি প্লেজ ঋণের নথি, বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স বিশ্বাস কোল্ড ষ্টোরেজ লিঃ এর অনুকূলে আলু সংরক্ষণের জন্য ২০১০ সালে সি সি প্লেজ ঋণ বাবদ প্রদত্ত টাকার মধ্যে ২,০৩,৬৩,০০০ টাকা প্লেজ মালের ঘাটতি থেকে যায়। উক্ত ঘাটতি পূরণ ও আদায়ের জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ২২% সুদে ৫ (পাঁচ) টি বাৎসরিক কিস্তিতে ৩১/১২/২০১৬ খ্রিঃ মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা ও ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে সি সি প্লেজের মালামালের মূল্য ঘাটতি বাবদ উল্লিখিত অর্থের পুনঃ তফসিলকরণ প্রস্তাব অনুমোদন করেন।
- পুনঃ তফসিল অনুমোদনের ৮ নং শর্তানুযায়ী ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ৩১/১২/১২ খ্রিঃ তারিখে ১ম কিস্তি বাবদ ৬৭,৬১,০০০ টাকা এবং ৩১/১২/১৩ খ্রিঃ তারিখে ২য় কিস্তি বাবদ ৬৭,৬১,০০০ টাকা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তা পরিশোধ করেননি। পুনঃ তফসিলিকরনের শর্তানুযায়ী ঋণ গ্রহীতা পর পর ২টি কিস্তি জমা না দিলে অর্থাৎ ২টি কিস্তি খেলাপী হলে পুনঃ তফসিল সুবিধা বাতিল করে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পুনঃ তফসিল সুবিধা বাতিল করে টাকা আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এবং সুষ্ঠু তদারকীর অভাবে ৩১/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২,৯৮,৩৮,৫৫৬ (দুই কোটি আটানব্বই লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশত ছাপ্পান্ন) টাকা অনাদায়ী ক্ষতির সম্মুখীন।

অনিয়মের কারণঃ

- সি সি প্লেজ ঘাটতি পুনঃ তফসিলি করণের পর ২ টি কিস্তি খেলাপী হওয়া সত্ত্বেও শর্তানুযায়ী পুনঃ তফসিলি সুবিধা বাতিল পূর্বক ঘাটতির টাকা আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ২৯৮.৩৯ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- পুনঃ তফসিল প্রক্রিয়াধীন। পুনঃ তফসিল/ঋণ আদায় পূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- শর্তানুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক অনাদায়ী অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৪/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঋণের অর্থ দ্রুত আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১০ ।

শিরোনামঃ লিমিট অতিরিক্ত সি সি (প্লেজ) প্রদান, নিবিড় যোগাযোগ, মনিটরিং এর অভাবে সি সি (প্লেজ ও হাইপোঃ) মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ অনাদায়ী থাকায় এবং সন্দেহ জনক ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১০১৩.৬৩ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, নাটোর শাখা, নাটোর এর ২০১১-২০১৩ সালের হিসাব ২৬/০১/১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৩/০২/১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঋণের নথি, বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ,মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয় রাজশাহী সার্কেল হতে মঞ্জুরী পত্র নং মসরাসা/ঋণ/নাটোর-৮৭০/০১৩/১২ তারিখঃ ৩০/৫/১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স নজরুল ইসলাম মাল্টি পারপাস কোল্ড ষ্টোরেজ এর অনুকূলে সি সি (প্লেজ) বাবদ ৭.০০ কোটি এবং সি সি (হাইপোঃ) বাবদ ১.৫০০ কোটি টাকা ১৬% সুদে ৩১/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখে সি সি (প্লেজ) বাবদ ৭,৩৭,৬৭,১৮৪.৩০ টাকা এবং সি সি (হাইপোঃ) বাবদ ১,৮৭,৪৭,১১১.০৮ টাকা অনাদায়ী থাকে। পরবর্তীতে ঋণটি আর নবায়ন হয় নি। ফলে ঋণটি সন্দেহজনক ঋণে পরিণত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, সি সি প্লেজ হিসাবে দেখা যায় ১/১১/১২ খ্রিঃ তারিখে ১,৪০,০০০ টাকা, ১৮/০৮/১২ খ্রিঃ তারিখে ১৮,৯৭,৬২০ টাকা লিমিট অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ/অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে যা অনিয়মিত ।
- প্লেজ ঋণের গুদাম পরিচালনার নিয়ম অনুযায়ী প্লেজকৃত মালামাল এর জন্য সার্বক্ষণিক বাজারদর যাচাই করে সময়মত বিক্রি করার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। প্লেজকৃত মালামাল অতি মূল্য ধরে জামানত হিসাব রাখার কারণে অর্থাৎ প্রতি কেজি শুকনা মরিচ ২০০.০০ টাকা হিসাবে রাখা হলে ও বর্তমানে প্রায় অর্ধেক দামে বিক্রির প্রক্রিয়াধীন আছে। ফলে প্লেজ ঋণের সমূদয় টাকা সমন্বয় হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ঋণ গ্রহীতার সংগে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে প্লেজকৃত শুকনা মরিচ যথাসময়ে বিক্রি করে ঋণের অর্থ ব্যাংক কর্তৃক আদায় করা হয় নি। সুতরাং সিসি (প্লেজ) অনিয়মিতভাবে বিতরণ এবং প্লেজ ও হাইপো অনাদায়ী থাকায় ব্যাংকের ১৫/০১/১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সিসি (প্লেজ) বাবদ ৮,০১,৮২,৩৩৫.৫৩ টাকা এবং সি সি হাইপো বাবদ ২,১১,৮০,২৭৬.১৭ টাকা সর্বমোট ১০,১৩,৬২,৬১১.৭০ টাকা (দশ কোটি তেরো লক্ষ বাষট্টি হাজার ছয়শত এগারো টাকা সত্তর পয়সা) অনাদায়ী ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- লিমিট অতিরিক্ত সি সি (প্লেজ) প্রদান, নিবিড় যোগাযোগ, মনিটরিং এর অভাবে সি সি (প্লেজ ও হাইপোঃ) মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ অনাদায়ী থাকায় এবং সন্দেহ জনক ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১০১৩.৬৩ লক্ষ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- পুনঃ তফসিল প্রক্রিয়াধীন। পুনঃ তফসিল/ঋণ আদায় করে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ প্লেজ গুদাম পরিচালনার নীতিমালা যথা নিয়মে পরিপালন না হওয়ায় ঋণের অর্থ অনাদায়ী থাকা সত্ত্বেও কর্তব্যে অবহেলার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। এক্ষেত্রে ঋণের অর্থ সমন্বয় না হওয়ার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অর্থ আদায় হওয়া আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৪/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষ জনক জবাব না পাওয়ায় ০৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ঋণের অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -১১।

শিরোনামঃ যথাযথ সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়া প্রকল্প ও চলতি মুলধন (মিশ্রসার তৈরীর) ঋণ প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৪৪২.৬৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, সাহেব বাজার কর্পোরেট শাখা, রাজশাহীর ২০১১-২০১২ খ্রিঃ সালের হিসাব ০১/০৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ১০/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে প্রকল্প ও চলতি ঋণের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স মহারাজা ফার্টিলাইজার এন্ড এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ কে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ,প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরী পত্র নং শিউঋবি/ওয়েজ/মহারাজা/৬৭১/২০০৩ তারিখঃ ২৪/০৬/২০০৩ খ্রিঃ মোতাবেক প্রকল্প ঋণ (দীর্ঘ মেয়াদি মুলধন ঋণ) বাবদ ৬১১.০৪ লক্ষ এবং স্বল্প মেয়াদি চলতি মুলধন বাবদ ২২৮.২৪ (লক্ষ) টাকা মিশ্র সার তৈরীর জন্য ৩.৬২২৫ একর জমি সহায়ক জামানত হিসেবে বন্ধকী নিয়ে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং শিউঋবি-১/মঞ্জুরী/রাসা/মহারাজা/৪২/০৫ তারিখঃ ১০/১০/২০০৫ খ্রিঃ মোতাবেক ঋণসীমা বৃদ্ধি করে প্রকল্প ঋণ বাবদ ৬৩১.০৪ লক্ষ টাকা ২৮/০২/২০১১ খ্রিঃ মেয়াদে এবং চলতি মুলধন ঋণ বাবদ ২২৮.২৪ টাকা ০৫/১২/২০১০ খ্রিঃ মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়।
- ঋণ চুক্তির শর্ত মোতাবেক (১) প্রতি কিস্তি ৬৩.১০(লক্ষ) টাকা আসল ও ষান্মাসিক ধার্যতব্য সুদ সহ মোট ১০ টি ষান্মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য রেয়াতি সময়ের সুদ প্রতি কিস্তি ৬.৩১ লক্ষ টাকা ১০ টি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। (২) এ ঋণের বাস্তবায়নকালীন সময়ের সুদ নির্ণীত হবার পর ৫ টি সমান কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।
- ঋণ চুক্তির শর্ত মোতাবেক ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরী পত্র নং- মসরাসা/ঋণ রাজ ৬৪৩/০১৪/১০ তারিখঃ ১৩/০৫/২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক ক্যাশ ক্রেডিট হাইপোঃ ঋণ ০৬/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে পুনঃ তফসিলীকরণ করা হয়।
- প্রকল্পটি বিভিন্ন সার বাজার হতে ক্রয় করে আনুপাতিক হারে মিশ্রণ করে (বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন রেশিও) বিক্রয়ের জন্য প্যাকেট করে কৃষকদের নিকট বিক্রয় করবে। [কিন্তু কৃষকগণ কর্তৃক উক্ত মিশ্র সারের চাহিদা না থাকায় বা উচ্চ দর হওয়ায় কৃষক ক্রয় করতে অনীহা প্রকাশ করে।] ফলে প্রকল্প চালু হওয়ার পর পরই বন্ধ হয়ে যায়। প্রকল্প ঋণের ১১৫১.১৩ লক্ষ টাকা এবং চলতি মুলধন ঋণের ২৯১.৫৪ লক্ষ টাকা সর্বমোট ১৪৪২.৬৭ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/ অসমন্বিত হয়ে পড়ে আছে এবং কারখানাটি দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ থাকায় মেশিনারীজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, অপরিপক্ক প্রকল্প ঋণ প্রদান করায় ব্যাংকের উক্ত টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- যথাযথ সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়া প্রকল্প ও চলতি মুলধন (মিশ্রসার তৈরীর) ঋণ প্রদান করায় ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ১৪৪২.৬৭(চৌদ্দ কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার) টাকা ক্ষতি হয়েছে (বিবরণ পরিশিষ্ট "৬"তে দেখানো হলো) ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ঋণের টাকা আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতাগণের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়, কারণ প্রকল্পটি চালু হওয়ার পূর্বে/পরপরই বন্ধ হয়ে যায়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, অযৌক্তিকভাবে অপরিপক্ক প্রকল্পে ঋণ প্রদান করায় সরকারের উক্ত অর্থ ক্ষতি হয়েছে। যা আদায় করা আবশ্যক ।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৯/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- মামলা নিবিড়ভাবে তদারকীর মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক উক্ত ক্ষতির অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১২।

শিরোনামঃ পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত ব্যতীত সম্পূর্ণ নতুন গ্রাহককে বৈদেশিক এলসি এর মূল্যের বিপরীতে প্রদত্ত এলটি আর ঋণ বাবদ মঞ্জুরীকৃত টাকা পুনঃ তফসিল এর পরও পরিশোধ না করায় আর্থিক ক্ষতি ৩৫৯.৩৬ লক্ষ টাকা।

বিবরনঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আছাদগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রামের ২০০৬-২০১৩ খ্রিঃ পঞ্জিকা বছরের হিসাব ০২/০৪/২০১৪ খ্রিঃ থেকে ০৪/০৫/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বার্ষিক সমাপনী হিসাব বিবরণী, এলটিআর রেজিষ্টার ও মেসার্স শওকত ট্রেডিং এর এলসি নথি, এলটিআর নথি পত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে যথাক্রমে প্রধান কার্যালয় এর সূত্র নং-বিডি/বিএমএ/ এলটিআর-১৫/১১, তারিখঃ ১৯/১০/১১ খ্রিঃ, নং- একই/এলটি আর-১৪/১১, তারিখঃ ১৯/১০/১১ খ্রিঃ, নং- একই/ এলটি আর-১৬/১১, তারিখঃ ৩১/১০/১১ খ্রিঃ, এলটি আর-১৭/১১, তারিখঃ ১৬/১১/১১ খ্রিঃ, এলটি আর-১৮/১১, তারিখঃ ০৫/১২/১১ খ্রিঃ, নং- একই/এলটি আর-১৯/১১, তারিখঃ ০৫/১২/১১ খ্রিঃ এবং নং- একই/ এলটি আর-২০/১১, তারিখঃ ০৫/১২/১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স শওকত ট্রেডিং কে বিদেশ হতে পাম কার্নেল ওলিন, পাম ফ্যাটি এ্যাসিড, টাপিওকা স্টার্চ ও সাগু সীডস্ আমদানীর নিমিত্তে ১৫% নগদ মার্জিনে সর্বমোট ২,৪৪,৫০,০০০ টাকার এলটিআর ১৪% সুদে(মেয়াদ পরবর্তী ১৬% হারে) মঞ্জুর করা হয়।
- মঞ্জুরীপত্রের এলটিআর লিমিটের শর্তাবলীতে উল্লেখ আছে ৩০% নগদ মার্জিন (১৫% এলসি মার্জিন ও ১৫% এলটিআর মার্জিন) এবং বিশেষ শর্ত হিসাবে উল্লেখ আছে প্রতিটি এলটিআর সৃষ্টির তারিখ হতে ৬০/৯০ দিনের মধ্যে দায় পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু গ্রাহক যথাসময়ে ডকুমেন্ট ছাড়করণের মাধ্যমে আমদানীকৃত মালামাল বিক্রি করার পরও প্রদত্ত এলটিআর বাবদ দায় ব্যাংককে পরিশোধ করেননি।
- ৩০% নগদ মার্জিন হিসাবে সর্বমোট ১,৩৩,১৮,১৫৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- অনুমোদিত ঋণ সীমায় গ্রাহক এলসি ০৭ টি এলসি স্থাপনের মাধ্যমে বর্ণিত মালামাল আমদানী করেন। এল টি আর সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রাহকের নিকট আমদানী দলিল হস্তান্তর করা হয়। মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী গ্রাহক এলটিআর এর আওতায় ডকুমেন্ট ছাড় করে মালামাল খালাস করেন।
- গ্রাহক এলটিআর এর মেয়াদ কালীন সময়ে ঋণের অর্থ পরিশোধ করেননি। ফলে ৭টি এল টি আর ০২/০৪/১৪ খ্রিঃ তারিখে খেলাপী ঋণে পরিণত হয়। ৭টি এলটি আর এর জামানত হিসাবে অগ্রিম তারিখ যুক্ত চেক ও ট্রাষ্ট রিসিপ্ট গ্রহণ করা হয়।
- ব্যাংক শাখা কর্তৃক ০১/০৪/১৩ খ্রিঃ তারিখে ১০% ডাউন পেমেন্টে ১ম পুনঃতফসিল এর সময়ে ৩৪.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করে। পুনঃ তফসিল বাবদ ১০% পরিশোধ করার পর পরবর্তীতে গ্রাহক আর কোন অর্থ পরিশোধ করেননি এবং গ্রাহক ঋণ পরিশোধে এগিয়ে আসেননি। ফলে আপত্তিকৃত ঋণের অর্থ সুদে আসলে অনাদায়ী অবস্থায় আছে।
- জামানত হিসেবে ২০.৫ শতক জমি বন্ধক রাখা হয়েছে। যার বাজার মূল্য ৮৫.০০ লক্ষ টাকা এবং জামানত এর মূল্য মূল ঋণের চেয়ে প্রায় ৩ গুণ কম।
- ৭টি অনাদায়ী এলটিআর ঋণের অর্থ সমন্বয় করার মত পর্যাপ্ত জামানত বা সহায়ক জামানত না থাকায় ঋণের অর্থ আদায়/সমন্বয় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
- উল্লেখ্য মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক প্রতিটি এলটিআর এর অর্থ ৬০/৯০ দিনের মধ্যে সমন্বয় করার নির্দেশনা থাকলেও উক্ত সময় বা পরেও আদায় করতে পারেনি।
- ফলে ৭টি এলটিআর ঋণের মোট ৩,৫৯,৩৫,৬৩৬ টাকা অনাদায়ী রয়েছে যা ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। যদি পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত নিয়ে উক্ত ঋণ মঞ্জুর করা হত তাহলে ঋণের অর্থ অনাদায়ী থাকার সম্ভাবনা অনেক কমে যেত।
- এলটিআর ঋণের বিপরীতে অপর্যাপ্ত জামানতের সাথে অসামঞ্জস্য বিতরণ প্রকারান্তরে খাতককে আর্থিক আনুকূল্য প্রদানের সামিল।
- আদায়ের জন্য ব্যাংক শাখা কর্তৃক নিয়মিত যোগাযোগ করা সত্ত্বেও গ্রাহক ঋণ পরিশোধে বিরত থাকে। দীর্ঘ দিন যাবৎ মেয়াদ উত্তীর্ণ শ্রেণীকৃত এ ঋণ সময়ের ব্যবধানে মন্দ ও ক্ষতি হিসাবে বিবেচিত ।

সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় আরও যে সকল অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১। গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব নং- ৩৩০০৬৫৬২ গত ১২.০১.২০১১ খ্রিঃ তারিখে খোলা হয়। গ্রাহকের KYC I TP (Transaction Profile) ব্যাংক শাখা কর্তৃক ঋণ প্রস্তাব প্রেরণ, মঞ্জুরী প্রদান, বিতরণ করা হলেও গ্রাহক নির্বাচনের বিষয়ে শাখার মূল্যায়ন যথাযথ ছিল না বিধায় আদায় অনিশ্চিত।

২। উপরোল্লিখিত অনিয়ম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মালামালের অবস্থান, মজুদের সঠিকতা এবং ব্যাংকের পরিদর্শনকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া একতরফাভাবে গ্রাহক ঋণ সুবিধা ভোগ পূর্বক অর্থ পরিশোধে বিরত থাকে।

অনিয়মের কারণঃ

- পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত ব্যতীত সম্পূর্ণ নতুন গ্রাহক মেসার্স শওকত ট্রেডিং'কে বৈদেশিক এলসি এর মূল্যের বিপরীতে প্রদত্ত এলটিআর ঋণ বাবদ মঞ্জুর ও মঞ্জুরীকৃত টাকা পুনঃ তফসিল করার পরও পরিশোধ না করায় আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা ৩,৫৯,৩৫,৬৩৬ (তিন কোটি উনষাট লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শত ছত্রিশ) টাকা (যার বিবরণ পরিশিষ্ট '০৭' তে দেখানো হলো।)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- গ্রাহকের আবেদন ও যথাযথ পরিমাণে ডাউনপেমেন্ট প্রদান করায় অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক উক্ত এলটিআর ঋণ পুনঃ তফসিল করা হয়। অর্থ আদায়ের জন্য শাখার অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রাহক পুনঃ তফসিলকৃত অর্থ পরিশোধে এগিয়ে না আসায় শাখার সর্বশেষ করণীয় হিসাবে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চেক ফেরত এর জন্য সিআর মামলা ও অর্থ ঋণ আদালতে মানি মামলা দায়েরের জন্য আইনজীবির কাছে নথি হস্তান্তর করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। মালামাল ছাড় করানোর পর নিয়মিত তদারকীর মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে টাকা আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। পর্যাপ্ত তদারকী না থাকায় এবং পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত না নেয়ায় সরকারী অর্থ আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সত্ত্বর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৭/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- মামলা নিবিড়ভাবে তদারকীর মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সরকারী অর্থ আদায়ে ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৩

শিরোনামঃ ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ হিসাব সমন্বয় না করে ঋণ গ্রহীতাকে লিমিট অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান করায় সীমাতিরিক্ত দায়সহ সুদাসলে অনাদায়ী এবং মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত ৪৮৩.৫৮ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, নিউমার্কেট কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম এর ২০০৩-২০১৩ পঞ্জিকা বৎসরের হিসাব ২৫/০২/২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাধীন সময়ে বার্ষিক সমাপনী হিসাব বিবরণী, ঋণের সিএল বিবরণী ও মেসার্স সোহানা এন্টার প্রাইজ এর ঋণ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয় এর ৩১/০৩/২০১১ খ্রিঃ তারিখের ২১৫ তম সভার ৩২৩/১১ নং স্মারক মূলে প্রদত্ত মঞ্জুরীর আলোকে মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয় চট্টগ্রামের ১৮/০৪/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং মহাব্যচসা/ঋণ/নিউঃকঃশাঃ/৪০৯২/৮৩/১১৩৬/২০১১ খ্রিঃ মোতাবেক ৪ কোটি টাকা ঋণ সীমায় ৩১/০৩/২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে সিসি (হাঃ) ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- 'মঞ্জুরী পত্রের ৯ (৬) নং শর্তানুযায়ী লিমিট অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন মঞ্জুর করা যাবে না। কিন্তু মঞ্জুরীপত্রের শর্ত লংঘন করে ০৮/০৫/১১, ০২/০৬/১১ ও ২৩/০৬/১১ খ্রিঃ তারিখে লিমিট অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন সুবিধা দেয়া হয়।
- মেয়াদ উত্তীর্ণের পরবর্তীতে ঋণ গ্রহীতা নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ সমন্বয় না করে ঋণ হিসাব নবায়নের জন্য আবেদন করেন। ঋণ গ্রহীতার আবেদন ও শাখার সুপারিশের আলোকে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২৩/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখের ঋণ মঞ্জুরী পত্র নং মহাব্যচসা/ঋণ/নিমাকশ/৪০৯২/১৮/২২৫০/২০১২ মোতাবেক সিসি (হাইপোঃ) ঋণ সীমা ৪ (চার) কোটি টাকা, বার্ষিক ১৬% সুদে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদারোপ এবং ১২০ দিনের মধ্যে সমন্বয় করতে না পারলে অতিরিক্ত ২% সুদারোপ ভিত্তিতে নবায়ণ মঞ্জুরী প্রদান করা হয় এবং ১ম মঞ্জুরী পত্রের শর্তাবলী বহাল রাখা হয়।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা ১ম ও ২য় (নবায়ন) ঋণ মঞ্জুরী পত্রের ৭নং শর্ত মোতাবেক ঋণ সীমা ৪৫ ও ১২০ দিনে অন্ততঃ একবার সাময়িক সমন্বয়সহ মেয়াদ কালের মধ্যে বা মেয়াদ কালের শেষ দিনে চূড়ান্ত ভাবে সমন্বয় করতে পারেননি এবং বিশেষ মঞ্জুরী পত্রের ৯(৬) শর্ত ভংঙ্গ করে লিমিট অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- মেসার্স সোহানা এন্টার প্রাইজ এর ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ হিসাব সমন্বয় না করে ঋণ গ্রহীতাকে লিমিট অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান করায় সীমাতিরিক্ত দায়সহ সুদাসলে অনাদায়ী এবং মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত ৪,৮৩,৫৮,৩৬২ (চার কোটি তিরাশি লক্ষ আটান্ন হাজার তিনশত বাষট্টি) টাকা **(যার বিবরণ পরিশিষ্ট '০৮' তে দেখানো হলো)।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- মেয়াদোত্তীর্ণ দেনা পরিশোধের জন্য শাখা হতে ঋণ গ্রহীতাকে পত্র মারফত তাগাদা দেয়া হয়েছে। অন্যথায় দেনা আদায়ে ব্যাংক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে অবহিত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ হিসাব সমন্বয় না করে ঋণ গ্রহীতাকে লিমিট অতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান করায় উক্ত ঋণ মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত হয়ে যায়। দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঋণের অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৩/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- নিরীক্ষা মন্তব্য অনুযায়ী দ্রুত ঋণের অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ-১৪।

শিরোনামঃ স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানীর বিপরীতে বিতরণকৃত টি আর ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র ঋণ সমন্বয়ের স্বার্থে মেয়াদ বৃদ্ধিকরতঃ গ্রাহককে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান সত্ত্বেও আদায়ের ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৪৮৬.৭৬ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, জাহান বিল্ডিং, আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম এর ২০০৫-২০১৩ পঞ্জিকা বছরের হিসাব ০৮/০৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৮/৫/১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী, অবলোপন রেজিষ্টার ও খেলাপী গ্রাহক মেসার্স আয়াস ষ্টীল এর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স আয়াস ষ্টীল এর অনুকূলে স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানীর জন্য আগ্রাঃজাঃ ভঃ /অগ্রণী/ফরেক্স/১০৭০/২০০৫ তাং- ৩০/০৮/২০০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২২,২১,০০,৩৪৪ টাকা মূল্যের আমদানী ঋণপত্র খোলার অনুমোদন এবং ১৮০ দিন মেয়াদে ১২.০০ কোটি টাকায় টি আর ঋণ সুবিধা মঞ্জুর করা হয়।
- ঋণমঞ্জুরীপত্রের শর্ত নং ৬ (ক) এ উল্লেখ ছিল ঋণ গ্রহীতা ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী দায় ৩৫০.৩৭ লক্ষ টাকা ঋণপত্র খোলার পুর্বেই সংশ্লিষ্ট শাখায় পরিশোধ করে দিতে হবে এবং এ মর্মে প্রত্যয়নপত্র দিতে হবে।
- শাখা হতে ঋণ মঞ্জুরীপত্রের শর্তাবলী অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী দায় ৩৫০.৩৭ লক্ষ টাকা অগ্রণী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় পরিশোধ করা হয়েছে কিনা যাচাই না করে ৩০/০৮/২০০৫ খ্রিঃ তরিখে আমদানী ঋণপত্র (এল সি) নং ০০১৮/০৫/০১/০০৩৬ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ঋণপত্রের মূল্য সমন্বয়ের জন্য ১৮০ দিন মেয়াদে ৯/৩/২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে গ্রাহককে ১১/০৯/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে টি আর ঋণ (ট্রাষ্ট রিসিপট) সুবিধা প্রদান করা হয়েছে ১২.০০ কোটি টাকা। উক্ত ঋণ মঞ্জুরীর শর্তানুযায়ী ১৮০ দিনের মধ্যে বিতরণকৃত টি আর ঋণ সুদসহ ১৩৪১.৬৭ টাকা ৯/৩/০৬ খ্রিঃ তারিখে সমন্বয় না করায় মেয়াদোত্তীর্ণ হয়।
- মহাব্যচসা/ঋণ/৩০০৫/২০০৬ তারিখ ২৬-৭-২০০৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জাহাজ আমদানীর উত্তর ২৭/০৮/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত ১২.০০ কোটি টাকার টিআর ঋণের ৬ (ছয়) মাস মেয়াদ ০৯/০৩/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে ৩০/০৩/০৬ খ্রিঃ তারিখের লেজার স্থিতি ১৩,৪১,৬৭,০০০ টাকার ১০% বাবদ ১,৩৪,১৭,০০০ টাকার প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট এর মধ্যে নগদ পরিশোধ ১,০৭,৪৬,০০০ টাকা ও ২৬,৭১,০০০ টাকার অগ্রিম ১৫/০৬/০৭ তারিখের চেক প্রদান পূর্বক ডাউন পেমেন্ট জমা পরবর্তী দায় স্থিতি ১২,০৭,৫০,০০০ টাকা সমন্বয়ের স্বার্থে ঋণ হিসাবটির মেয়াদ ৩০/১২/২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হয়।
- গ্রাহক উল্লেখিত প্রস্তাবে কোন সম্মতি প্রদান করেনি। এছাড়াও ঋণ হিসাবটি সর্বশেষ পুনঃতফসিলের তারিখ ২৬/০৪/১০ খ্রিঃ সহ ইতিপূর্বে ০৩ (তিন) বার পুনঃতফসিল করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও গ্রাহক পুনঃতফসিলে বর্ণিত শর্তে ঋণ পরিশোধের বিষয়ে কোন সম্মতি দেননি।
- অন্যদিকে গ্রাহক প্রতিষ্ঠান থেকে বিতরণকৃত টি আর ঋণ ১২.০০ (বার) কোটি টাকার বিপরীতে অগ্রীম তারিখযুক্ত চেক ব্যতিত সহায়ক জামানত নেওয়া হয়নি এবং অগ্রীম তারিখযুক্ত চেক যথারীতি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা করা হলে গ্রাহকের হিসাবে পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবে চেক ডিজঅনার হয়।
- জারী মামলা নং-৬৪/০৯ তারিখ ০২/০৬/০৯ খ্রিঃ এ দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ১৪,৮৫,৫১,০০০ টাকা সুদ ও আইন খরচ বাবদ ১,২৫,০০০ টাকাসহ সর্বমোট ১৪,৮৬,৭৬,০০০ টাকা অনাদায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- জামানত বিহীন জাহাজ আমদানীর বিপরীতে সৃষ্ট টি আর ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ না করায় ০৯/০৩/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে উক্ত ঋণ আদায়/সমন্বয়ের স্বার্থে পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি ও বার বার পুনঃতফসিল করে গ্রাহককে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান সত্ত্বেও আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৪,৮৬,৭৬,০০০ (চৌদ্দ কোটি ছিয়াশি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার) টাকা অনাদায়ে ক্ষতি (বিবরণ পরিশিষ্ঠ "০৯"এ দেখানো হলো)।

৬—

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ঋণটি আদায়কল্পে অর্থ ঋণ আদালতের জারী মামলা নং-৬৪/০৯ তারিখ-০২/০৬/০৯ ইং দায়ের করা হয়। রিভিউ মিস মামলা রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোট বিভাগে আপীল মামলা ৩৫৪/১১ দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। ঋণ মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে মেয়াদ উত্তীর্ণ অনাদায়ী দায় ৩৫০.৩৭ লক্ষ টাকা ঋণপত্র খোলার পূর্বে অগ্রণী ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট শাখায় পরিশোধ করা হয়েছে কি না যাচাই না করে ঋণপত্র খোলা সঠিক হয়নি। ঋণপত্র খোলার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ঋণ সৃষ্টকারী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উক্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৯/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৪/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- মামলা নিবিড়ভাবে তদারকীর মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ঋণগ্রহীতার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ উত্তীর্ণ দায়-দেনা মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা হয়েছে কিনা তা যাচাই না করে ঋণপত্র খোলার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ নং-১৫।

শিরোনামঃ সিসি (হাইপোঃ) ও সিসি (প্লেজ) ঋণের মঞ্জুরী পত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ হিসাব সমন্বয় না করে মন্দ ঋণে শ্রেণীকরণএবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১১৯.৮২ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, বাণিজ্যিক এলাকা, কর্পোরেট শাখা, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৯-২০১৩ পঞ্জিকা বৎসরের হিসাব ১৬/০৬/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৭/০৭/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাধীন সময়ে ঋণের সিএল বিবরণী ও মেসার্স এ, কে, এম ট্রেডার্স ঋণ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, উপ মহাব্যবস্থাপক চট্টগ্রাম উত্তর, আঃ কাঃ ২৮/০৮/১৯৯৫ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরী পত্র নং চউসাকা/ঋণ/বি-৩১৯/৯৫ এর আলোকে সিসি(হাঃ) ও সিসি (প্লেজ) ঋণ যথাক্রমে ৭.০০ লক্ষ ও ৩০.০০ লক্ষ টাকা ১২% হারে ঋণ সীমা ৪৫ দিন অন্তর একবার সমন্বয়ের শর্ত সাপেক্ষে ১ম বার ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ঋণ হিসাবটি নবায়ন ও ঋণ সুবিধা সীমার অংক বৃদ্ধির মাধ্যমে সর্বশেষ নবায়ন ২৭/১২/০৯ খ্রিঃ পত্র নং মহাব্যচসা/ঋণ/রাএকশা/২২৪৩/১৬০/৫০৩৮/০৯ এর আলোকে সিসি (হাইপোঃ) ও সিসি (প্লেজ) যথাক্রমে ২০ লক্ষ ও ৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ সীমায় ১৩% হার সুদে (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদারোপ) মঞ্জুর করা হয়।
- মঞ্জুরী পত্রের শর্তাবলীর ৪ নং ক্রমিকে সিসি (প্লেজ) ৩০% মার্জিনে এবং সিসি (হাঃ) ৫০% মার্জিনে মঞ্জুর করা হয়। ৬ নং শর্তে উল্লেখ আছে ঋণসীমা প্রতি ৪৫ দিনে অন্তর একবার সমন্বয় করতে হবে।
- ঋণটির প্রাথমিক জামানত ব্যবসায়িক পণ্য (টায়ার ও টিউব) এবং সহায়ক জামানত ৪ শতক জমি তদস্থিত দ্বিতল দালান যার মূল্য ২৮.০০ লক্ষ টাকা। ঋণ হিসাবটি ৩০/০৪/২০১০ খ্রিঃ তারিখের মেয়াদ উর্ত্তীণ নির্ধারণ করে ঋণ হিসাব নবায়ন মঞ্জুর প্রদান করা হয়।
- মঞ্জুরী পত্রের ৬নং শর্ত মোতাবেক ঋণ গ্রহীতা (৩০/০৪/২০১০ খ্রিঃ) মেয়াদ কালের শেষ দিনে চূড়ান্ত ভাবে সমন্বয় করতে হবে উল্লেখ থাকলে ও সমন্বয় করা হয়নি।
- ৭ খ (আ) শর্ত অনুযায়ী গ্রাহক যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে উক্ত সম্পত্তি আদালতের হস্তক্ষেপ/অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রয় করে ঋণ আদায়ের ক্ষমতা ব্যাংকের থাকা সত্ত্বেও অনাদায়ী রয়েছে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত মোতাবেক আদায়/সমন্বয় করতে ব্যর্থ হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- মেসার্স এ, কে, এম ট্রেডার্স এর সিসি (হাঃ) ও সিসি (প্লেজ) ঋণের মঞ্জুরী পত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ হিসাব সমন্বয় না করে এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১,১৯,৮১,৫৪১ (এক কোটি উনিশ লক্ষ একাশি হাজার পাঁচশত একচল্লিশ) টাকা মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত (বিবরণ পরিশিষ্ট "১০" এ দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- সিসি প্লেজ ঋণের বিপরীতে অবিক্রিত মালামাল বিক্রয়ের মাধ্যমে দায়দেনা কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে প্লেজকৃত মালামাল ডেলিভারী নেয়ার জন্য চট্টগ্রাম সার্কেল মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক ২৯/০৫/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদন দেয়া হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। মঞ্জুরী পত্রের ৪ নং শর্ত মোতাবেক ঋণসীমা ৪৫ দিনে একবার সমন্বয় করা হলে ঋণটি বর্তমানে অনাদায়ী হত না। মঞ্জুরী পত্রের ৭খ (আ) শর্ত মোতাবেক সহায়ক জামানত ৪ শতক জমি তদস্থিত দ্বিতল দালান বিক্রয় করে টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৫/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দ্রুত ঋণের অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৬

শিরোনামঃ পুনঃ তফসিলকৃত ডিমান্ড লোন ও পিসি ঋণ পুনঃ তফসিলের সুবিধার আওতায় পূনরায় ব্যাক টু ব্যাক ঋণ পত্র খোলার পরে তলবী ও পিসি ঋণ সুবিধা প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থতার কারণে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ২৪৩.৭৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, বাণিজ্যিক এলাকা, কর্পোরেট শাখা, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৯-২০১৩ পঞ্জিকা বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা ১৬/০৬/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৭/০৭/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাধীন সময়ে সিএল বিবরণী ও মেসার্স নর্দান এ্যাপারেলস্ লিঃ ঋণ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের আন্তজার্তিক বিভাগের ২০/১১/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং আইটিডি/সুদ মওকূফ/ পুনঃতফসিল/ ২৫৪২/০৬ খ্রিঃ মোতাবেক মেসার্স নর্দান এ্যাপারেলস লিঃ এর নামে সৃষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ সিসি (০৩/০২, তারিখ ১০/০৬/০২ খ্রিঃ, ০৫/০২ তারিখ ৩০/০৬/০২ খ্রিঃ) ও তলবী ঋণ হিসাব (১৯১/০৪, তারিখ ২৪/০৮/০৪ খ্রিঃ) এ সৃষ্ট দায় সমূহ একত্র করে পুনঃ তফসিলী তলবী ঋণ হিসাব ৩২৯/০৬, তারিখ ২০/০২/০৬ খ্রিঃ এ পরিণত করে স্থিত দায় ৭৫,৩১,৫৫০ টাকা ২০টি সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ০৫ (পাঁচ) বৎসরে পরিশোধের সুবিধা প্রদান করেন এবং নতুন করে ব্যাক টু ব্যাক ঋণ পত্র খোলার শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন প্রদান করেন।
- গ্রাহক প্রতিষ্ঠান ২০০৮ সনে পুনরায় ২,৪৭,০৯৩.৪০ মাঃ ডঃ মূল্যের ৪টি রপ্তানী ঋণ পত্র ব্যাংকের নিকট লিয়েন রেখে ৭৫,২৯৪.২৪ মাঃ ডঃ মূল্যের ৭টি ব্যাক টু ব্যাক ঋণ পত্র হিসাব খোলার সুবিধা গ্রহণ করে। গ্রাহক পূর্বের মতো তাদের নিজস্ব তহবিল হতে ব্যাক টু ব্যাক ঋণ পত্র সমূহের বিপরীতে সৃষ্ট দায় দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক গ্রাহকের নামে ৪টি তলবী ঋণ হিসাব সৃষ্টি করে আমদানীর দায় পরিশোধ করা হয়।
- প্রাপ্ত রপ্তানী ঋণ পত্র সমূহের বিপরীতে সৃষ্ট ব্যাক টু ব্যাক ঋণ পত্র সুবিধার মাধ্যমে তৈরী পোষাক শিল্পের প্রয়োজনে কাঁচামাল আমদানী ও তৈরী পোষাক রপ্তানী কার্য সম্পাদন করবার জন্য চলতি মূলধনের প্রয়োজনে ব্যাংক পিসি ঋণ সুবিধা প্রদান করে।গ্রাহক পিসি ঋণ যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় তা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে পড়ে।
- অলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রাহক পুনঃ তফসিলকৃত সময়ের মধ্যে শর্ত মোতাবেক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় উক্ত পুনঃতফসিলকৃত ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। গ্রাহক আমদানীকৃত মালামাল ও উপকরণ দ্বারা পোষাক প্রস্তত করে রপ্তানী ঋণ পত্রের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদেশে রপ্তানী করতে ব্যর্থ হয়। ফলে গ্রাহক তলবী ও পিসি ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় পরিশিষ্টে উল্লেখিত ২,৪৩,৭৫,৪৮২(দুই কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশত বিরাশি) টাকা অনাদায়ী ক্ষতির আশংকা সৃষ্টি হয়।

অনিয়মের কারণঃ

- মেসার্স নর্দান এ্যাপারেলস লিঃ এর পুনঃ তফসিলকৃত তলবী ও পিসি ঋণ এবং পুনঃতফসিলের সুবিধার আওতায় পুনরায় ব্যাক টু ব্যাক ঋণ পত্র খোলার পরে সৃষ্ট তলবী ও পিসি ঋণ সুবিধা প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থতার কারনে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ২,৪৩,৭৫,৪৮২ (দুই কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশত বিরাশি) টাকা (**যার বিবরণ পরিশিষ্ট '১১' তে দেখানো হলো**)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ মামলা নং-৪৯/১৩ তারিখঃ ১০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারন পুনঃ তফসিলকৃত পিসি ও তলবী ঋণের টাকা আদায় না হওয়া সত্ত্বেও পুনঃতফসিল এর মাধ্যমে নতুন ভাবে ব্যাক টু ব্যাক ঋণ পত্র খোলে আমদানী পণ্যের দায় পরিশোধে ব্যর্থতায় ঋণের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঋণ অনাদায়ীর ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাহক থেকে ঋণের অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৫/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- মামলা নিবিড়ভাবে তদারকীর মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- নিরীক্ষা মন্তব্য অনুযায়ী দ্রুত ঋণের টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ নং-১৭

শিরোনামঃ প্রধান কার্যালয়ের লিমিট মঞ্জুরী ব্যতীত এবং পূর্ববর্তী ডিমান্ড লোনের দায় অনাদায়ী/খেলাপী হওয়া সত্ত্বেও বারবার রপ্তানী ঋণ পত্রের অনুকূলে গ্রাহককে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১৬৯.০৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, বাণিজ্যিক এলাকা, কর্পোরেট শাখা, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৯-২০১৩ পঞ্জিকা বৎসরের হিসাব ১৬/০৬/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৭/০৭/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাধীন সময়ে বার্ষিক হিসাব সমাপনী বিবরণী, সিএল বিবরণী আমদানী/রপ্তানী সংক্রান্ত নথি ডিমান্ড লোন হিসাব এবং এশিয়া এ্যাপারেলস্ লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের ঋণপত্র খোলার অনুমতি ব্যতীত নিজ আর্থিক ক্ষমতার মাধ্যমে মেসার্স এশিয়া এ্যাপারেলস্ লিঃ কে রপ্তানী ঋণ পত্র (মাষ্টার এলসি) এর বিপরীতে বিভিন্ন সময়ে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়। ব্যাক টু ব্যাক এলসির দলিলপত্র (documents) নির্ধারিত সময়ে ব্যাংকে আসলেও আমদানী কারক বা গ্রাহক ব্যাংকের দায় পরিশোধ করেননি। কিন্তু ব্যাংক Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCPDC)-500 এবং 600 অনুযায়ী ব্যাংক আমদানী কারকের দায় পরিশোধ করে। আমদানী কারক মেসার্স এশিয়া এ্যাপারেলস্ লিঃ ২০০৬-২০০৮ খ্রিঃ বছরে ৯ টি ব্যাক টু ব্যাক এলসির দায় পরিশোধ করতে না পারায় বিধি মোতাবেক ব্যাংক IFBC-র দায় পরিশোধ করে আমদানী কারক মেসার্স এশিয়া এ্যাপারেলস্ লিঃ এর নামে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়। ৯টি ডিমান্ড লোনের দায়ও আমদানী কারক/এশিয়া এ্যাপারেলস্ কর্তৃক যথাসময়ে পরিশোধ করতে পারে নাই এবং দায়সমূহ মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত হয়। গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ মহাব্যবস্থাপক কার্যালয়ের স্মারক নং-মহাব্যচসা/ঋণ/বাএকশা/৩০০৬/১৩৫/৪৩৮০/০৯, তারিখঃ ১৭-১১-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৬ মাস রেয়াতী সুবিধাসহ কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ৫ বছর মেয়াদে পরিশোধের সুযোগ প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়।
- অনুমোদন পত্রের ৬ নং শর্তে উল্লেখ রয়েছে ৬ মাস রেয়াতী সময়সহ ৫(পাঁচ) বছরের মধ্যে ৩১-১০-০৯ খ্রিঃ তারিখ ভিত্তিক দায়স্থিতি ১,৭৪,৫৪,৮৯৮টাকা সমপরিমান ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আদায় করতে হবে।
- ১৩ নং শর্তে উল্লেখ রয়েছে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ যাতে পুনরায় বিকেন্দ্রীকরণ না হয় সে ব্যাপারে শাখা প্রধান কর্তৃক বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং এরূপ কোন লক্ষণ দেখা দিলে পুনরায় বিরূপ শ্রেণীকৃত হওয়ার পূর্বেই উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।
- ১৬ নং শর্তে উল্লেখ আছে ২টি কিস্তি একসঙ্গে খেলাপী হলে ঋণ পুনঃতফসিলকরণ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- কিন্তু গ্রাহক ১৫/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে পুনঃতফসিলকৃত ঋণের ১টি কিস্তি পরিশোধ করার পর আর কোন কিস্তি পরিশোধ করতে পারেনি। ফলে পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল হয়ে যায় এবং আরএসডিএলটি মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত হয়।
- পুনঃতফসিল ডিমান্ড লোনের টাকা অনাদায়ী থাকা সত্ত্বেও পুণরায় রপ্তানী ঋণপত্র নং-এল ৫৫৭৭৪২, তারিখঃ ২৩/০১/২০১২ খ্রিঃ এর বিপরীতে ২টি ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা হয়। উক্ত আমদানী বিল/বিলসমূহের দায় (IFBC) অপরিশোধিত অবস্থায় পড়ে থাকায় সরবরাহকারী ব্যাংক তাদের পাওনা (বিল মূল্য) পরিশাধের জন্য বার বার তাগাদা দেয়ার কারণে দায় পরিশোধের লক্ষ্যে ০৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ২৪,১৮,১১৫ টাকার ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু গ্রাহক এশিয়া এ্যাপারেলস্ মেয়াদপূর্ণ তারিখে ডিমান্ড লোনের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত হয়।
- একইভাবে ২১/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ১৪.০০ লক্ষ টাকা পিসি ঋণ ২০/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখমেয়াদে মঞ্জুর করা হলেও বর্তমানে উক্ত ঋণ বাবদ ১,৮৬,৫৩৮ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড ফরেন কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নির্দেশ পরিপত্র নং আইটি এন্ড এফসিএমডি/এসকেডি/১২/২০১২ তারিখঃ ২১/০৫/২০১২ খ্রিঃ এর আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিলার/শাখা সমূহের করণীয়/পালনীয় কতিপয় নির্দেশনার অনুঃ ১ এ উল্লেখ রয়েছে "শাখা প্রধান তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যাংকের আর্থিক ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনা করে ঋণপত্র খুলবেন। অর্পিত ক্ষমতার অতিরিক্ত ঋণপত্র খোলার জন্য সকল স্তরের নির্বাহী/কর্মকর্তা ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকবেন"।
- অনুঃ ০২ এর নির্দেশনায় উল্লেখ আছে গ্রাহকের কোন আমদানী বিল পরিশোধের দেয় তারিখ (Due date) উত্তীর্ণ হলে এ অবস্থায় নতুন ঋণপত্র খুলতে হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
- একই পরিপত্রের অনুঃ ৯ এ উল্লেখ আছে গ্রাহকের কোন পিএডি/টি আর ঋণের দায় খেলাপী/মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে ঐ গ্রাহকের অনুকূলে পরবর্তী এলসি খোলার ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

- আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নিদের্শনা পরিপালন না করে খেলাপী ঋণের গ্রাহককে বার বার ঋণপত্র খোলার সুবিধা দান করে পিএডি ঋণ মঞ্জুর করায়, গ্রাহক ঋণ খেলাপী হয়ে উক্ত ঋণ মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত হয়েছে। ফলে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- প্রধান কার্যালয়ের লিমিট মঞ্জুরী ব্যতীত এবং পূর্ববর্তী ডিমান্ড লোনের দায় অনাদায়ী/খেলাপী হওয়া সত্ত্বেও বারবার রপ্তানী ঋণ পত্রের অনুকূলে মেসার্স এশিয়া এ্যাপারেলস্ লিঃ কে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা ১,৬৯,০৩,৯৭৬ (এক কোটি উনসত্তর লক্ষ তিন হাজার নয়শত ছিয়াত্তর) টাকা। (**যার বিবরণ পরিশিষ্ট '১২' তে দেখানো হলো**)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের ব্যাপারে যথাশীঘ্রই অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। পূর্ববর্তী ডিমান্ড লোনের দায় অনাদায়ী/খেলাপী হওয়া সত্ত্বেও বার বার রপ্তানী ঋণ পত্রের বিপরীতে বিবিএলসি খোলার সুবিধা প্রদান করায় উক্ত ঋণের অর্থ আনাদায়ী হওয়ার ব্যাপারে তদন্ত পূর্বক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অনাদায়ী ঋণের অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০২/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৫/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- নিরীক্ষা মন্তব্য অনুযায়ী দ্রুত ঋণের টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৮

শিরোনামঃ মাষ্টার এলসি লিয়েন রেখে শাখা প্রধান উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত ব্যাক টু ব্যাক এলসি পিসি, এফবিপি ও অনিয়মিতভাবে সিসি (প্লেজ) ঋণ নিজ ক্ষমতায় অনুমোদন প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ১৪৮৮.৩৬ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, বাণিজ্যিক এলাকা, কর্পোরেট শাখা, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৯-২০১৩ পঞ্জিকা বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা ১৬/০৬/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৭/০৭/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাধীন সময়ে বার্ষিক হিসাব সমাপনী বিবরণী, সিএল বিবরণী ও ঋণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

ক)

- তৎকালীন শাখা প্রধান সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম ১৪/০৭/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুরী পত্র নং-বাএকশা/ঋণ/এমএল/৭০৯/২০০৪ মোতাবেক রাসার গার্মেন্টস্ লিঃ এর অনুকূলে ৪৫.০০ লক্ষ টাকা সিসি (প্লেজ) ঋণ ও ১ বছর অর্থাৎ ১৩/০৭/২০০৫ খ্রিঃ মেয়াদে ১২% হার সুদে, ৩০% মার্জিনে ও সহায়ক জামানত হিসাবে ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৮০ শতক জমি প্রদানের শর্ত সাপেক্ষে ঋণ মঞ্জুর করেন ।
- শাখার গ্রাহক রাসার গার্মেন্টস্ লিঃ ২০০৪ ও ২০০৫ সালে ৪,৩৯,৩৩০ মাঃডঃ মূল্যের ৫টি রপ্তানী ঋণ পত্র ব্যাংকের নিকট লিয়েন রেখে ২,৮৬,০১৯.৬১ মাঃ ডঃ মূল্যের ২৯টি ব্যাক টু ব্যাক ঋণ পত্র খুলে শাখা প্রধানের অনুমোদন ক্রমে গ্রাহক গার্মেন্টস শিল্পের মালামাল আমদানী করেন। কিন্তু গ্রাহক আমদানীকৃত মালামালের দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবে ১১/০৯/২০০৪ তারিখে ৫টি ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়।
- গ্রাহক রপ্তানী ঋণ পত্র এর বিপরীতে মালামাল উৎপাদনের জন্য ৪১.০০ লক্ষ টাকার পিসি অনুমোদন করা হয়।
- ০৭/০৫/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে ১৬.৫০ লক্ষ টাকার এফ বিপি ক্রয় করা হয়। কিন্তু গ্রাহক মেয়াদান্তে এফবিপি এর দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় তা অনাদায়ী থেকে যায়। পরবর্তীতে আলোচ্য ঋণ গুলো মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত হয়।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে ১৯/০৩/২০০৫খ্রিঃ তারিখের প্রধান কার্যালয়ের আর্ন্তজাতিক বিভাগের পত্র নং-আইটিভি/এলসি/৪৭৬/০৫-এ উল্লেখ রয়েছে যে, কোন গ্রাহকের অনুকূলে প্রথম ব্যাক টু ব্যাক ঋণ পত্র খুলতে হলে প্রধান কার্যালয়ের পূর্বানুমতি প্রয়োজন এবং গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের হিসাবে অনিয়মিত দায়/মেয়াদোত্তীর্ণ থাকা অবস্থায় এলসি খোলার অনুমোদন দেয়া যাবে না।
- প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত শাখা প্রধান মেয়াদোর্ত্তীণ দায় থাকা অবস্থায় এলসি খোলার অনুমোদন প্রদান করায় অনিয়মিতভাবে সিসি (প্লেজ) ঋণ, ডিমান্ড লোন, পিসি ও এফবিপি দায় অনাদায়ে ৪,৩৮,৮০,৪৪৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

(খ)

- ওয়েষ্টার ফ্যাশন লিঃ ঋণ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ০৪/০২/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে পত্র নং-বাএকশা/ঋণ/মোজাউ/১২৫/২০০৩ এর মাধ্যমে তৎকালীন শাখা প্রধান সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম কর্তৃক গ্রাহকের অনুকূলে ৪৫.০০ লক্ষ টাকার সিসি (প্লেজ) ঋণ ১ বছর মেয়াদে (৩০/১২/২০০৩) ১৪% হার সুদে ৩০% মার্জিনে ৩১.৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের (৪ তলা দালান) সহায়ক জামানত ০৩১৭ শতক জমি বন্ধক প্রদানে শর্ত সাপেক্ষে ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- শাখার গ্রাহক ওয়েষ্টার ফ্যাশন লিঃ ২০০৩ ও ২০০৪ সালে ২৩,৪০,৪০৭.৫০ মাঃ ডঃ মূল্যের ১২ টি রপ্তানী ঋণ পত্র ব্যাংকের নিকট লিয়েন রেখে ১৪,৯৮,১২৯.৭৪ মাঃ ডঃ মূল্যের ৮৮টি ব্যাক টু ব্যাক ঋণ পত্র শাখা প্রধানের অনুমোদনক্রমে গ্রাহক গার্মেন্টস্ শিল্পের মালামাল আমদানী করেন।
- গ্রাহক আমদানীকৃত মালামালের দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের হিসাবে ০৮/০৫/২০০৪ হতে ২৫/০৭/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ১২টি ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়।
- গ্রাহক রপ্তানী ঋণ পত্র এর বিপরীতে মালামাল রপ্তানী করতে ব্যর্থ হওয়ায় তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ১২/০৮/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে ১৯৩.৩০ লক্ষ টাকার পিসি ঋণ অনুমোদন দেয়া হয়।
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নির্দেশ পরিপত্র নং আইবি এন্ড এফসিএমডি/এসকোড/১২/২০১২ তারিখ ২১/০৫/২০১২ খ্রিঃ এর আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য পরিচালনা ক্ষেত্রে কতিপয় নির্দেশনার অনুঃ০১ এ উল্লেখ রয়েছে শাখা

প্রধান তার উপর অর্পিত ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যাংকের অতিরিক্ত ঋণ পত্র খোলার জন্য সকল স্তরের নির্বাহী/কর্মকর্তা ব্যক্তিগত দায়ী থাকবেন।

- অনুঃ০২ এর নির্দেশনায় উল্লেখ রয়েছে গ্রাহকের কোন বিল পরিশোধের দেয় তারিখ উর্ত্তীর্ণ হলে এ অবস্থায় নতুন ঋণ পত্র খুলতে ব্যর্থ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ অমান্য করে গ্রাহককে আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় উক্ত টাকা ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- মাষ্টার এলসি লিয়েন রেখে শাখা প্রধান উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত ব্যাক টু ব্যাক এলসি পিসি,এফবিপি ও অনিয়মিতভাবে সিসি (প্লেজ) ঋণ নিজ ক্ষমতায় অনুমোদন প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ১৪,৮৮,৩৫, ৮১৪ (চৌদ্দ কোটি আটাশি লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশত চৌদ্দ) টাকা আর্থিক ক্ষতি (বিবরণ পরিশিষ্ট "১৩" এ দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের ব্যাপারে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জারী মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত ঋণপত্র খোলা এবং বিভিন্ন প্রকারের ঋণ অনুমোদনের জন্য দায়-দায়ীত্ব নির্ধারণ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্রাহকের কাছ থেকে অনাদায়ী ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মসমূহের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৫/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- মামলা নিবিড়ভাবে তদারকীর মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- নিরীক্ষা মন্তব্য অনুযায়ী দ্রুত ঋণের অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়
(চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)

মন্তব্য-০১।

শিরোনামঃ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ,প্রধান কার্যালয়,ঢাকা-এর ২০১২ ও ২০১৩ সালের নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাবের ওপর নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ,প্রধান কার্যালয়,ঢাকা-এর ২০১২ ও ২০১৩ সালের নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাবের ওপর নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম)কে যথাক্রমে ০৫/০৮/১২ ও ০৮/১০/১৩ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক যথাক্রমে ৩০/০৬/১৩ ও ২৩/০৪/১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির ২০১২ ও ২০১৩ সালের নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাব অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাক্রমে ৩০/০৬/১৩ ও ০৭/০৫/১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্ন লিখিত নিরীক্ষা মন্তব্য প্রদান করা হলোঃ

১। (ক) আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক বিবরণী পর্যালেআচনায় ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণী পরিশিষ্ট "১" (১)-এ দেখানো হলো। উক্ত বিবরণী যাচাইয়ান্তে দেখা যায় যে, ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে মোট আমানতের পরিমাণ,২০১১ সনের চেয়ে ২০১২ সনে ১৫.৯৫% বৃদ্ধি পায় ২০১২ সনের তুলনায় ২০১৩ সনে ১৯.২৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩ সনের আমানত ১৯.২৩% বৃদ্ধি পেলেও ঋণের পরিমাণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। ২০১২ সনে মোট আমানত ছিল ২৯,২৪২.৯২ কোটি টাকা উহার বিপরীতে ঋণ অগ্রিম ও বিনিয়োগে বিতরণ করা হয় ২১,২৬৬.৩০+৯,২৪১.৯৮=৩০,৫০৮.২৮কোটি টাকা এবং ২০১৩ সনে মোট আমানত ছিল ৩৪,৮৬৭.৫২কোটি টাকা উহার বিপরীতে ঋণ অগ্রিম এবং বিনিয়োগ বাবদ মোট বিতরণ করা হয় ৩৫,২৮৯.৪০ কোটি টাকা।মোট আমানতের চাইতে ঋণ অগ্রিম ও বিনিয়োগ খাতে বেশী বিতরণের কারন ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

ঋণ ও অগ্রিম ২০১১ সনেরচেয়ে ২০১২ সনে ১৫.৯৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ সনের চেয়ে ২০১৩ সনে ৪.৫৬% হ্রাস পেয়েছে।

বিনিয়োগের পরিমাণ ২০১১ সনের তুলনায় ২০১২ সনে ৮.৩১% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০১২ সনের তুলনায় ২০১৩ সনে ৬২.২৩% বৃদ্ধি।

১। (খ) ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে মোট শাখার সংখ্যা ১৩টি এবং ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে মোট শাখার সংখ্যা ১০ টি বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে মোট লাভজনক শাখার সংখ্যা ১২টি বৃদ্ধি পেলেও ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালেমোট লাভজনক শাখার সংখ্যা ৬ টি হ্রাসপেয়েছে এবং লোকসানী শাখার সংখ্যা ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে ৯টি শাখা হতে ১০ টি এবং ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ১০ টি শাখা হতে ২৬ টি তে উন্নীত হয়েছে। তুলনামূলক বিবরণী পরিশিষ্ট "১" (১)-এ দেখানো হলো। এমতাবস্থায়, আমানত ও বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতঃ অলাভজনক শাখাসমূহকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার কার্যকর প্রচেষ্টা গ্রহণ আবশ্যক।

২। সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত Profit and Loss Account পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আয়-ব্যয়/লাভ-ক্ষতির একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট "১" (২)-এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে মোট আয় ও মোট ব্যয় যথাক্রমে ১২.০৯% ও ৪৭.৪৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ব্যয়ের পরিমাণ আনুপাতিক হারে অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১১.১৭% ও ১৩.২২% বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া ২০১১ সারের তুলনায় ২০১২ সালে মোট অপারেটিং লাভের পরিমাণ ৫.৬৮% ও মোট প্রভিশনের পরিশাণ ২৬৫.৬৮% বৃদ্ধি করা হয়েছে অর্থাৎ ২০১১ সালে নীট লাভ (কর পরবর্তী) হলেও ২০১২ সালে (১৮৬২.০৬) কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালে প্রভিশন প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধির মাধ্যমে নীট ক্ষতির কারণ জানা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে ২০১২ সালে ক্ষতি হলেও ২০১৩ সালে মোট নীট লাভ (কর পরবর্তী) হয়েছে ৯০৪.৯০কোটি টাকা। এছাড়াও ২০১২ সনে ঋণ ও অগ্রিম এবং বিনিয়োগ ২০১১ সনের চেয়ে ২০১২ সনে বৃদ্ধি পেয়েও নীট লাভের চেয়ে ক্ষতি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।সম্ভাব্য সবক্ষেত্রে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ পূর্বক প্রভিশনের পরিমাণ কমিয়ে আয় বৃদ্ধি করতঃ নীট লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

৩। (ক) আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের ২০১২ ও ২০১৩ সনের অডিটরস অনুচ্ছেদ নম্বর ১৩ হতে দেখা যায় যে,বিভিন্ন দেনাদার গনের নিকট (ষ্টাফ ও অন্যান্যদের) ১.১৪+৫২.৭০=৫৩.৮৪ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। উক্ত অর্থ দ্রুত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

(খ) উক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত আর্মি পেনশনের জন্য প্রদত্ত ৪১৫.৭৯ কোটি টাকা দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়ী রয়েছে।ফলে ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ অর্থ অনুৎপাদনশীল খাতে অনাদায়ী থাকায় ব্যাংক উক্ত অর্থ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ হতে বঞ্চিত রয়েছে।উক্ত অনাদায়ী টাকা দ্রুত আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ২০১৩ সনের অডিটর'স রিপোর্টের ৭.৬ অনুচ্ছেদ হতে দেখা যায় যে,২০১১ সনে লোন ও অগ্রিম এর পরিমাণ ছিল ১৯,৪০৮.৫৭কোটি টাকা উহা ৯.৫৭% বৃদ্ধিপেয়ে ২০১২ ঋণ স্থিতি দাড়ায় ২১,২৬৬.৩০ কোটি টাকা। ২০১২

সনে মোট শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৫,৩৮০.১৩ কোটি টাকা। ২০১২ সনে ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণের শতকরা হার ছিল ২৫.৩০%। যা ২০১১ সনেরচেয়ে (২৫.৩০-১১.০৭)= ১৪.২৩% বেশী। ২০১২ সনে প্রকৃত গ্রাহককে ঋণ বিতরনে ব্যর্থ হওয়ায় ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ২০১২ সনে নীট লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হয়েছে ১৮৬২.০৬কোটি টাকা। উক্ত বৎসরের নীট ক্ষতির কারণ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। একই সঙ্গে ২০১২ সনের চেয়ে ২০১৩ সনে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ ৯৩৯.৫৪কোটি টাকা বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ২৫১.৬৪% । অপলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ ২০১৩ সনে বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

৫। অডিটর'স রিপোর্টে (নোট-৭.৭) পুঞ্জীভূত অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ ৪৮৩৮.০৭কোটি টাকা। উক্ত অর্থের মধ্যে মাত্র আদায় হয়েছে ৬০.৮৯ কোটি টাকা যা অবলোপনকৃত ঋণের নামমাত্র ১.২৬ % । অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বৃদ্ধির কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

৬। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ২০১২ ফাইন্যানসিয়াল ও অডিটর'স রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নম্বর ৫.৪ পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ২০% লাভে বেক্সিমকো লিঃ জি এম জি এয়ার লাইন্স ও ইউনিক হোটেল এন্ড রির্সোটেড লিঃ এর নিকট হতে ৩০০.০০ কোটি টাকার বাইব্যাক শেয়ার ক্রয় করা হয়।মেয়াদোত্তীনের পর ২০% লাভসহ আসল ৩০০.০০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ১০০.০০কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।শেয়ার খাতে বিনিয়োগকৃত অবশিষ্ট অর্থ অদ্যাবধি আদায় করা হয়নি। উল্লেখ্য উক্ত শেয়ারের বর্তমান বাজার মূল্য ৮২.০৪কোটি টাকা। উক্ত অনাদায়ী অর্থ দ্রুত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৭। আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ৩১/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে স্টেটমেন্ট অব এফেয়ার্স পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,
(ক) সানড্রিক্রেডিটরস খাত (নোট-১২) ১২০.২৭কোটি টাকা দীর্ঘদিন যাবত সমন্বয় করা হয়নি। উক্ত অর্থ দ্রুত সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
(খ) উৎসে আয়কর ও ভ্যাট খাতে আদায়কৃত (৭৫.১৮+১০.২১) কোটি =৮৫.৩৯ কোটি টাকা দ্রুত সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক । অন্যথায় প্রতি মাসে ২% হারে জরিমানা আরোপসহ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ আবশ্যক।
(গ) এক্সসাইজ ডিউটি খাতে ৩৬.১৭ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে দ্রুত জমা করা প্রয়োজন।
(ঘ) ২০১৩ সনের অডিটর'স রিপোর্টের ১২.১২ এ পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় জাল জালিয়াতির কারণে ব্যাংকের প্রটেষ্টবিল খাত ডেবিট করে পরিশোধ করা হয়। উক্ত খাতে ৩১/১২/২০১২ তারিখে স্থিতি ছিল ৪.৮৯ কোটি টাকা। যা ৩১/১২/২০১৩ তারিখে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৫.৪০ কোটি টাকা। দিন দিন উক্ত খাতে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভ্যান্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হলে উক্ত খাতের দায় বৃদ্ধি পেত না। দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত খাতের দায় আদায় করা আবশ্যক।

৮। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ২০১৩ সনের অডিটর'স রিপোর্টের ১১.এ.১১ অনুচ্ছেদ পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ৩১/১২/২০১৩ তারিখে বিভিন্ন খাতে বিবিধ কারণে অসমন্বয়যোগ্য ৮৬০.৯৮ কোটি টাকা জমা করা হয়েছে। উক্ত অর্থ দ্রুত সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৯। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেরজমেন্ট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নম্বর-৩ হতে দেখা যায় যে, ১০ বছরের অধিক সময়ের ৭৪.০৪ লক্ষ টাকা দাবী বিহীন অবস্থায় রয়েছে। উক্ত অর্থ জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা করা আবশ্যক ।

১০। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ২০১২ ও ২০১৩ সনের অডিটর'স রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নম্বর-২৮ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে ২০১২ সনে ৬.৬০কোটি ও ২০১৩ সনে ৩.১৩ কোটি টাকা আয়কর প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে প্রদান করা হয়েছে যা প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে পরিশোধ যোগ্য নয়। উক্ত অর্থ জরুরী ভিত্তিতে আদায়যোগ্য।

১১। ২০১৩ সনের অডিটর'স রিপোর্টের ১২.১৩ পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,২০১২ সনের উৎসাহ বোনাস বাবদ ৫৯.৮৯ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। আয়-ব্যয় বিবরণ ও লাভ ক্ষতির হিসাব যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ২০১২ সালে সালে ব্যাংকের নীট ক্ষতি হয়েছে ১৮৬১.৭৭কোটি টাকা এবং ব্যাংকের ক্যাপিটাল ঘাটতি হয়েছে ৩৪১৪.২২ কোটি টাকা। উপরোক্ত অবস্থার আলোকে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ২০১২ সনের জন্য উৎসাহ বোনাস প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও মূল বেতনের ৪ গুন হারে উৎসাহ বোনাস প্রদান করা বিধিসম্মত নয়। উক্ত অর্থ দ্রুত আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

১২। মূলধন অপর্যাপ্ত বা ঘাটতিঃ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ ২০১৩ সনের চূড়ান্ত হিসাব অনুমোদনের অনুচ্ছেদ নম্বর ৪ হতে দেখা যায় যে,২০১২ সনে Consolidated Capital Requirement প্রয়োজন ছিল ২১৮৮.৬৬ কোটি টাকা। উহার বিপরীতে ক্যাপিটাল ঘাটতি ছিল ১২২৫.৫৬ কোটি টাকা। ২০১৩ সনে Consolidated Capital Requirement প্রয়োজন ছিল ২০৮৯.১২ কোটি টাকা।

অপরদিকে ব্যাসেল-২ অনুযায়ী ২০১২ সনে ক্যাপিটাল শর্টফল ছিল ৩৪১৪.২২কোটি টাকা এবং ২০১৩ সনে ক্যাপিটাল শর্টফল ছিল ৪০.০৫ কোটি টাকা। উপরোক্ত অবস্থা হতে প্রতিয়মান হয় যে,২০১২ সনে ব্যাংকের মূলধন সাধারণ নিয়মে ১২২৫.৫৬ কোটি ও ব্যালেন্স-২ অনুসারে ৩৪১৪.২২ কোটি টাকা ঘাটতি থাকায় প্রমাণিত হয় যে,২০১২ সনে ঋণ বিতরণ বিনিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছিল। ফলে ক্যাপিটাল শর্টফল হয়েছে। ক্যাপিটাল শর্টফল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক এবং দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৩। সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষা আপত্তির বর্তমান অবস্থা পরিশিষ্ট-"১ (৩)"-এ দেখানো হল। উক্ত পরিসংখ্যান যাচাইয়ান্তে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ সাল হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেনের ৬৪১ টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২০৭ টি অনুচ্ছেদ মীমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৩৫ টি অমিমাংসিত অনুচ্ছেদ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অডিটের সুপারিশঃ

- প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যাবস্থার দুর্বলতাসমূহ পরিহার করে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় কমিয়ে এবং লাভ জনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্য সমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমু-২০১৬/১৭-৭২১৫কম/এ—৮০০ বই, ২০১৭।

৮—